উৎসর্গ।

সোদর প্রতিম, দেব হৃদয়

শ্রীমান শশীশেখর গুপ্ত

একাত্মবরেষু—

প্রিয়তম !

দানের প্রতিদান আছে, কিন্তু তা বলিয়া মনে করিও না যে, এ অনুষ্ঠান তাহারই জন্য। পার্থিব দানের প্রতি-দান থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা অপার্থিব, তাহার প্রতি-দান সম্ভবে না। তোমার স্নেহ—তোমার অকৃত্রিম বন্ধু-বাৎসল্য অপার্থিব, তাহার বিনিময়ে আমার কি আছে—কি দিব? "মাল্যবিনিময়" ক্ষুদ্র বালক বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র চিহ্ন মাত্র, ইহাই আমার সম্বল—ইহাই লইয়া তোমার সম্মুখীন হইলাম !

আর এক [illegible],—প্রতিভার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী তোমার নিকট নূতন নহে; একদা তুমিই তাহার অলৌকিক জীবনী সম্বন্ধে কতই প্রশংসা করিয়াছিলে, তোমার প্রশংসা শুনিয়াই তাহার ক্ষুদ্র জীবনের কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিতে আমার একান্ত বাসনা হয়; মনে করিয়াছিলাম, এ জগতে যদি কাহারও নিকট তাহার জীবনী আদৃত না হয়,—তোমার ত আদরের,—তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

হালিসহর।
মাঘ—১২৯৩।

স্নেহার্থী
নিত্যসখা

মাল্য বিনিময়।

(ক্ষুদ্রকথা)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীপুরের মধ্যে শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বনিয়াদি বড়মানুষ। দান ধর্ম্মে, ক্রিয়া কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি আছে। তাঁহার বাটীতে কোন পর্ব্বই প্রায় বাদ যাইত না; ষষ্ঠী মাখাল হইতে দোল দুর্গোৎসব সকল পর্ব্বই ঘোর সমারোহে নির্ব্বাহ হইত। কেবল বিলাস বিহ্বলে মাতিয়া কতকগুলি অর্থ ব্যয় করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, দীন দরিদ্র যাহাতে পেট ভরিয়া আহার পায়, সেই বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি থাকিত; বিশেষ, অকারণে দান করিতে পারেন না বলিয়া সেই সকল সুত্র অবলম্বন করিয়া দীন দুঃখীকে অকাতরে দান করিতেন. আত্মীয়, জ্ঞাতি, কুটুম্ব দরিদ্র হইলেই তাঁহার বাটীতে আসিয়া আশ্রয় লইতেন, তাঁহারও কাহারও প্রতি অযত্ন বা অশ্রদ্ধা ছিল না। সক- কেই সমচক্ষে দেখিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনী স্বর্ণ [illegible] তাঁহার ন্যায় প্রশান্ত ও পবিত্র হৃদয়া ছিলেন, যথাযোগ্য ব্যক্তির প্রতি ভক্তি, প্রীতি শ্রদ্ধা ও যত্নের কখন ত্রুটী প্রদর্শন

করিতেন না। সরলতা, বিনম্রতা, স্নেহশীলতা, পতিপরায়ণতা তাঁহার ভূষণ ছিল,—তাঁহার মত গুণবতী রমণী প্রায় এ উনবিংশ শতাব্দীতে মিলে না।

আজ কোজাগর পূর্ণিমা। রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাবুর বাড়ী—কোজাগর লক্ষ্মী পূজা। অন্দর বাহির তোষাখানা লোকে লোকারণ্য। আত্মীয়, কুটুম্ব, অভ্যাগত অনাহুত, রবাহুত, প্রতিবাসী, দীন, দুঃখী, অন্ধ, অতুরে বাড়ী পূরিয়া গিয়াছে। সকলেই ব্যস্ত।—অন্দরে স্ত্রীলোকের পাল, সকলেই একটা না একটা কার্য্যে ব্যস্ত। কেহ রন্ধনে, কেহ ধাবনে, কেহ বচনে, কেহ বা প্রকৃত কার্য্যোপলক্ষে নিবিষ্ট। কেবল অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানে লোকের জনতা নাই, বড় নিস্তব্ধ—বড় প্রশান্ত—কৌমুদী-স্নাত বৃক্ষ পত্র মৃদুমন্দ বায়ু ভরে ঈষৎ দুলিতে ছিল, চম্পকদাম ফুটিয়া চিত্তহারী সৌগন্ধ ঢালিয়া উদ্যান মধুময় করিয়া ছিল, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না পাইয়া থাকিয়া থাকিয়া দোয়েল গাছের আড়াল হইতে এক এক বার ডাকিয়া উঠিতে ছিল,—সেই সময়ে পুষ্করিণীর রাণায় বসিয়া দুইটী বালক বালিকায় তেমনি মধুর স্বরে কখন একটু মৃদু, কখন একটু উচ্চে, কখন ষড়জে, কখন গান্ধারে সুর মিলাইয়া যেন উভয়ের প্রাণের কথা উভয়ের কাছে কহিতেছিল।

বালক বালিকার এত [illegible]থা কি? য[illegible]রা কথা কহিতে [illegible], [illegible]হিবার মত কথা না থাকলেও তাহারা কত [illegible]থা কহিতে পারে—বালক বালিকার বিশেষ কিছু কহিবার কথা না থাকিলেও উভয়ে গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উভয়ের কথা শুনিতে ছিল, উচ্চ বিজ্ঞানের কথাও কেহ এত নিবিষ্ট মনে শুনিতে পারে না। বালক প্রশ্ন করিতে ছিল, বালিকা উত্তর দিতেছিল, তাহার মধ্যে তাহার মাতা পিতা, ভগিনী আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে ছিল সকলেরই কথা আনিয়া ফেলিয়া তাঁহাদের চরিত্র কার্য্য প্রভৃতি বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করিতেছিল,—আবার প্রশ্ন না হইলেও আপনা আপনি কত কথা বলিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছিল।

বালক জিজ্ঞাসিল "প্রতিভা! কই তুমি তোমার দাদার নাম বলিলে না?"

বালি। "দাদাদের নাম তুমি জান না বুঝি, এক দাদার নাম প্রভাতকুমার, আর বড় দাদার নাম হেমন্তকুমার।"

বা। "তোমার দিদি কত বড়?"

বালি। "ঢের বড়। দিদি আমায় বড় ভাল বাসেন, দিদিকে তুমি দেখনি? আমার দিদিও তোমাদের বাড়ীতে এসেছেন, মা এসেছেন, ছোট দাদা এসেছেন, বউ এসেছেন, সকলেই এসেছেন, কেবল বড় দাদা আসেন নি, তিনি কেমন ক'রে আস্‌বেন বল? দাদা যে চাকরী করেন, সাহেব তাঁকে ছুটী দেয় না। সকলেই আমরা এ পূজা দেখ্‌লাম তিনি দেখ্‌তে পেলেন না!"

বা। "তোমার দাদা কোথায় চাকরী করেন?"

বালি। "কলিকাতায়।"

বা। "কেন? কল্‌কাতায় যারা চাকরী করে তারা ত, সব ছুটী পায়।"

বালি। "ছুটী পান, পূজার সময় চার দিনের জন্য এসে-

ছিলেন, আরো এক এক দিন আসেন, কিন্তু শীগ্‌গির শীগ্‌গির অসেন নাত ?”

বা। “তা—কেমন করে আস্‌বেন ? ছুটী না পেলে ত আস্‌তে পারেন না ! স্কুলের যত ছুটী আফীসেরও তত ছুটী, কলিকাতা যদি তোমাদের কাছে হত, তাহলে প্রতি শনিবারেই বাড়ী আস্‌তে পার্‌তেন।”

বালি। “তুমিত স্কুলে পড়, তুমি প্রতি শনিবারে আস না ? তুমি আস না কেন ?”

বা। “আমাদের ত এ দেশ নয়, আমার এ মামার বাড়ী. একটা কাজ কর্ম্ম না হলে ত আস্‌তে পারি না, কোন পূজা হলেই ত আসি। প্রতি শনিবারে কি আসা যায় ?”

বালি। “তা আবার কবে আসিবে ?”

বা। “আবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় আস্‌ব।”

বালি। “কেন কালী পূজার সময় আস্‌বে না ?”

বা। “কালীপূজার এক দিন ছুটী, এক দিন ছুটীতে কি আসা যায় ?”

এই সময়ে দূর হইতে কে ডাকিল, “প্রবোধ! প্রবোধ এখানে আছ ?”

প্রবোধ ডাকের কোন উত্তর না দিয়া প্রতিভাকে বলিল,— “আমায় কে ডাকিতেছে, চল আমরা যাই।”

“তুমি তবে যাও আমি যাব না। বাড়ীর ভিতর যে ভিড়, একট সুস্থির হয়ে বস্‌বার যো নেই, আমার বড় বিরক্ত বো[illegible] হয়, একটা কাজ কর্‌তে গেলেও কেউ কর্‌তে দেবে না, তার চেয়ে আমি এখানে বেশ বসে থাকি।”

প্র। "তোমার ভয় কর্‌বে না ?"

প্রতি। "ভয় কি? চারি দিকে পাঁচীল ঘেরা কারুব কিছু আসবার যো নেই।"

প্র। "তুমি একাকিনী বসে থাক্‌তে পার্‌বে ?"

প্রতি। "তা পার্‌ব। তুমি আর আস্‌বে না ?"

প্র। "তাত বল্‌তে পারি না, যদি আর না আস্‌তে দেন ? খেয়ে দেয়ে একেবারে যদি শুতে হয় !"

বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় খানি যেন মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল, হাসিমাখা মুখ খানি যেন একটু বিষণ্ণ হইয়া গেল, একটী ক্ষুদ্র শ্বাস ক্ষুদ্র নাসা অতিক্রম করিয়া একটু দীর্ঘস্থায়ী ভাবে বহির্গত হইল। বালিকা ধীর অকম্পিত স্বরে কহিল,— "তবে তুমি যাও—পারিলেও আর আসিও না, আমিও আর অধিক ক্ষণ থাকিব না।—তুমি এত দেরীতে উঠ কেন ? আমি কত সকালে উঠি।

প্র। "কাল খুব সকালে উঠিব, দেখিব কে কত সকালে উঠিতে পারে ?"

এ কথায় বালিকা বড় প্রীত হইল, এ সম্বন্ধে বালিকা পরাজিত হয় তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না, যাহাতে প্রবোধ প্রাতে উঠে, প্রাতেই বালিকা তাহাকে দেখিতে পায়, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই তাহার লাভ, সে অন্য জয় পরাজয়ের লাভালাভ চাহে না, বুঝে না। বালিকা হৃষ্ট চিত্তে গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা দেখিব— দেখিব কে আগে উঠে।"

তখন প্রবোধ যাইবার জন্য উঠিল—উঠিয়াই কি এক

সুন্দর দৃশ্যে তাহার নয়ন প্রতিভাত হইল, প্রবোধের পা আর উঠে না, অনিমিষে অচল অলস ভাবে সেই মধুময়ী, স্নেহময়ী, কত কি ভাবময়ী অনুপম চিত্র তৃষাতুরের বারি দর্শনের ন্যায় এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল। এতক্ষণ সে দৃশ্য চক্ষে পড়ে নাই, আহা, তাহা হইলে এতক্ষণ দেখিয়া—দেখিয়া দেখিয়া তবু কতকটা আশাও মিটিত। গুচ্ছ গুচ্ছ ভ্রমর কৃষ্ণ কুঞ্চিত অলকাবলী—পৃষ্ঠে, অংসে, কপোলে পড়িয়া মৃদু বায়ু সংঘাতে কেমন মৃদু মন্দ দুলিতেছে,—চন্দ্রকরস্পর্শে সে ক্ষুদ্র মুখখানি সে অপূর্ব্ব লাবণ্য রেখা যেন অধিকতর প্রতিভাময়ী করিয়াছে—এত রূপ বুঝি আর কাহারও হয় না—এত সুন্দর বুঝি কেহ নাই! সুন্দর ত অনেক আছে, জগতের কোন্‌টা অসুন্দর? কোন্‌টা নয়ন রঞ্জন নয়? কিন্তু সকলের সহিত ইহার যেন বিশেষ কিছু পার্থক্য আছে। এমন ভাবময়ী প্রীতিময়ী পবিত্রতাপূর্ণ সৌন্দর্য্য, ফুল্ল মাধুরী আরত জগতের কোথাও নাই! তাই বুঝি প্রবোধ নির্নিমেষে সরলা বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া আছে?

কিন্তু বালক সৌন্দর্য্যের কি বুঝে? রমণী মুখের মাধুর্য্য দেখিয়া সে উদভ্রান্ত হইবে কেন?

বালকই সৌন্দর্য্যের পাগল, যাহা সুন্দর দেখে তাহাই বালক লইতে যায়—এমন সৌন্দর্য্য, এমন অনুপম মাধুরী বালক আর কখন দেখে নাই, তাই আজি দেখিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারিল না! সে দৃষ্টি পবিত্র—সে ভাবে কলুষতা আসিতেই পারে না!

বালক দেখিয়া দেখিয়া ভাবিল, মাটীর ঠাকুর গড়াইয়া পূজা

করে কেন? প্রতিভাকে যদি জগদ্ধাত্রী করিয়া সিংহের উপর বসাইয়া দেওয়া যায়, তা হইলে বোধ হয় প্রতিমার অমর্য্যাদা হয় না।

বালিকা বলিল,—"উঠিলে কই গেলে না,—যাবেনা তবে বস না, এক দৃষ্টে কি দেখ্‌চ?"

প্র। "প্রতিভা! তোমার বড় সুন্দর মুখ খানি, চাঁদের আলো প'ড়ে আরো কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! চুলের কালো রংয়ের ভিতর থেকে গায়ের গোলাপী রং ফুটে বেরুচ্ছে—তাতে আরো যেন কত সুন্দর দেখাচ্ছে! হ্যা প্রতিভা! তুমি আজ চুল বাঁধনি?"

প্রতি। "মা, পিসি, দিদি, বউ সকলেই ব্যস্ত কে বেঁধে দেয়?

প্র। "না বেঁধে আরো বেশ দেখাচ্ছে, একটা মস্ত খোঁপা বাঁধার চেয়ে এলো চুলে বেশ দেখায়! খোঁপার চেয়ে আমি এলো চুল ভাল বাসি।"

প্রতিভা মস্তক নত করিয়া ধীর কণ্ঠে বলিল, "তবে আমি আর চুল বাঁধিব না!"

প্র। কেন?—তা বাঁধবে না কেন? সকলে যখন বাঁধে তুমি বাঁধ্‌বে না কেন?

প্রতি। "তুমি যে ভাল বাস না!"

প্র। তাতে তোমার কি? আমি যদি বলি আমি চুলই ভাল বাসি না, তুমি কি তা বলে চুল কেটে ফেল্‌বে?

প্রতি। কেন তা কি পারিনে?

প্রবোধ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তাও তুমি পার?"

প্রতি। তুমি যদি বল, এখনি পারি।

প্রবোধ হাসিয়া বলিল,—"আমি যদি মরিতে বলি,—"

প্রতি। সে ত আরো সহজ, দূরে যাইতে হইবে না এই পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে পারি। দেখিবে?

প্রবোধ উৎকণ্ঠা ও বিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল, "সুধু আমার কথায়—কেন?"

প্রতি। "জানি না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন নিরঞ্জন। এখানে বৈকালে অথবা প্রদোষেই প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। লক্ষ্মীপুরের নিকটেই একটী স্বল্প-তোয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ছিল, তত্রত্য অধিবাসীগণ তাহার জল পান ও তাহাতে স্নান কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এই নদীতেই প্রতিমার বিসর্জ্জন হইবে; নদী কূলে সৈকত ভূমে দলে দলে গ্রামের বালক বালিকা জুটিয়াছে, বাদ্য ভাণ্ডের ঘোর রোলে দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে, বিসর্জ্জন কালে শিব-কৃষ্ণ বাবু উপস্থিত নাই, তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও হিতার্থী প্রতিবাসীগণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এখনো প্রতিমাকে ভাসাইয়া দেওয়া হয় নাই, কূলে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই বালক বালিকা, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, পাইক, বরকন্দাজ, বাহক সকলেই প্রদোষের অপেক্ষা করিতেছে ও অনেকেই প্রতিমার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রতিমার দোষ গুণ ও বাবুর গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছিল, কেবল বালক বালিকারা ছুটাছুটী লাফা লাফি করিয়া কূলে কূলে বেড়াইতেছিল, স্থযোগ বুঝিয়া নদীকূলে দুই এক খানি দোকান, কেহ মিষ্ট সামগ্রী লইয়া, কেহ বা মণিহারী দ্রব্য লইয়া তথায় কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশায় আসিয়াছিল, বালক বালিকারা তাহাদেরও মানস পূর্ণ করিতেছিল।

ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইতে লাগিল, দুই একটী নক্ষত্র ধীরে ধীরে আকাশে ফুটিতে লাগিল, দিনের অপেক্ষা প্রদোষ গগণের নীলিমা যেন অধিকতর গাঢ় ও স্থন্দর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে অন্ধকার হইতে দেখিয়া ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান বালক বালিকা সকলে একত্র হইতে লাগিল, একে একে সকলেই প্রতিমার নিকট আসিতে লাগিল; বিক্ষিপ্ত জনতা ক্রমে একীভূত হইল. রংমসাল প্রজ্জ্বালনে নদী সৈকত আলোকে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তখন আবার ঘনঘোরে উচ্চ বাদ্য ও সানাইয়ের করুণ গীতের সহিত প্রতিমা বাহকস্কন্ধে উত্থিত হইল। এই সময়ে গ্রাম্য বালক বালিকারা চপলতা বশতঃ প্রতিমার একটুকু আধটুকু অঙ্গহানি করিয়া থাকে; কেহ লুকাইয়া সহসা প্রতিমার অলঙ্কার, কেহ দুইখান বা রাংতা খুলিয়া লয়, কেহ বা ফুলের মালা তুলিয়া আপনার গলায় পরে। এবার বড় কেহ কিছু করিতে পারে নাই, তবে প্রতিমার কণ্ঠ হইতে একটী বালক এক গাছি ফুলের মালা তুলিয়া গলায় পরিয়াছিল, অনেকে দেখিল কিন্তু কেহ কিছু বলিল না, সহসা ভিড় হইতে আর এক জন দৌড়িয়া আসিয়া

আর এক গাছি মালা লইয়া পলাইয়া গেল। বরকন্দাজ "না," "না," করিতে করিতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * * * *

রাত্রি হইয়াছে, গত রাত্রির মত তেমনি উজ্জ্বল হইয়া চাঁদ উঠিয়াছে। বিসর্জ্জন দিয়া বাড়ীতে লোক জন ফিরিয়া আসিয়াছে। এতক্ষণ যেন সমস্ত বিষণ্ণ শোকময় বলিয়া বোধ হইতেছিল, আবার লোক জনে বালক বালিকায় গৃহাঙ্গণ পূরিয়া গেল—আবার বাড়ী হাসিয়া উঠিল, বালক বালিকা ছুটাছুটী আরম্ভ করিয়া দিল। নিরঞ্জনের পর সকলেরই মিষ্ট মুখ করিতে হয়, মিষ্টান্ন বিতরিত হইতে লাগিল, আবার একটা চেঁচাচেঁচি হাঁকাহাঁকি সোর গোলে বাড়ী কোলাহলময় হইয়া উঠিল।

প্রবোধ বালক হইলেও গোলমাল দৌড়াদৌড়িতে বিশেষ মজবুত ছিল না, তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত ও বিনম্র ছিল, এই বয়সেই তাহার মুখমণ্ডলে যৌবন সুলভ গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইত। প্রবোধ নীরবে—নির্জ্জনে সেই উদ্যান মধ্যস্থ পুষ্করিণীর অবতরণ সোপানে বসিয়া আছেন। মনটা আজ তাহার বড় ভাল নহে, কেমন একটা অবসাদে অন্তর পূরিয়া গিয়াছে! বড় কিছু ভাল লাগিতেছে না, যেন কি ছিল কি নাই এমনি একটা শূন্যতা তাহার হৃদয়ময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতিভা দশম বর্ষীয়া বালিকা মাত্র—বাহির মহলের বালক বালিকার মধ্যে সেও ছিল, সেও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু সে অন্য বালক বালিকার মত দৌড়াদৌড়ি বকা বকি

করিতেছিল না, সে সেই গোলমালের ভিতর আতিপাতি করিয়া যেন কি খুঁজিতে ছিল। জিনিষ খুঁজিতে হইলে নীচের দিকে চাহিয়া নিবিষ্ট মনে দেখিতে হয়—বালিকার নয়ন উর্দ্ধদিকে ছিল, একটু অপেক্ষাকৃত বড় বালক দেখিলেই সে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইতে ছিল, অমনি মুখ খানি মলিন করিয়া অন্যত্রে যাইয়া কি এক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে ছিল,—বুঝি কোন সঙ্গী বালক বা বালিকা হারাইয়াছে তাহারি অনুসন্ধানে সে ব্যস্ত। বালিকা খুঁজিতে খুঁজিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িল, সকলকেই দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু যাহাকে খুঁজিতেছে সে নাই। ঘর, বাহির, শয্যা সকলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল কিন্তু কোন সন্ধানই হইল না। জানি না কেন কাহাকে জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতেছে না, কেবল আপনি ইতস্ততঃ ব্যাকুল মনে খুঁজিতেছে। যে যে স্থান খুজিবার ছিল সকলি খুজিল, তখন বালিকা আর থাকিতে পারিল না, মনে বড় কষ্ট হইল, যেন বড় কান্না পাইতে লাগিল, কিন্তু পাছে কেহ রোদন দেখিতে পায়, তাই তাড়াতাড়ি উদ্যানে গিয়া একটা গাছের অন্তরালে দাঁড়াইয়া বালিকা আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

আহা বালিকা কেন কাঁদে? কার অনুসন্ধানে বালা আকুল হইয়াছে? কোন্ অজানিত কারণ বালিকার কোমল প্রাণ ব্যথিত করিল? কে বলিবে? বালিকা অজস্র বারিপাতে হৃদয় অভিষিক্ত করিতে লাগিল! সহসা এ কে? কে আসিয়া বালিকার হাত ধরিল! বালিকা চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—বারি বর্ষিণী কাল মেঘে বিদ্যুৎ হাসিল—বালিকার

বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটিল—ঔৎসুক্যে, আনন্দে, উল্লাসে প্রতিভা বলিয়া উঠিল,

"প্রবোধ! তুমি!—তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে প্রবোধ?"

সে আধ হাসি আধ কান্না, আধ বিষণ্ণ, আধ প্রসন্ন, আধ শুষ্ক, আধ ফুল্ল মুখখানি দেখিয়া প্রবোধের কি এক অদ্ভুত পূর্ব্ব ভাবে হৃদয় পূরিয়া গেল প্রবোধ আপনি বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

প্রবোধ গদগদ কণ্ঠে বলিল, "প্রতিভা! প্রতিভা! কি হয়েছে? কাঁদ্‌ছ কেন? তোমায় কে কি বলেছে প্রতিভা?"

প্রতিভা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া মাথাটী হেট করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"আমায় কেউ ত কিছু বলেনি!"

প্র। "তবে তুমি কাঁদছিলে কেন?"

বালিকা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? ভাসান্‌ দেখিতে যাও নাই?"

প্র। "গিয়াছিলাম।"

প্রতি। "তবে তোমায় দেখ্‌তে পেলাম না কেন? আমি তোমায় কত জায়গায় খুঁজিচি—কোন খানেই তোমায় দেখ্‌তে পেলাম না,—তাই আমার বড় ভয় হয়েছিল, বুঝি তুমি হারিয়ে গিয়েছ।" বলিতে বলিতে বালিকা আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

প্র। "ছি! প্রতিভা! আবার কাঁদছ—বুঝ্‌তে পেরেছি, আমায় না দেখ্‌তে পেয়ে তোমার বড় ভাবনা হয়ে ছিল,—আর কাঁদছ কেন—এইত আমি এসেছি!"

প্রবোধ আপনার উত্তরীয় বস্ত্রে প্রতিভার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া বাপী সোপানে আনিয়া বসাইলেন, আপনিও

বসিলেন, বলিলেন, "আর কেঁদ না, আমিত এসেছি।"

এত আদরে কি নয়ন জল শীঘ্র স্থগিত হয়? ধারার উপর ধারা পড়িয়া প্রবোধের উত্তরীয়ের এক পার্শ্ব একেবারে ভিজিয়া গেল।

প্রবোধ বলিলেন,—"প্রতিভা! আবার তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?"

প্রতি। "না আমিত কাঁদ্‌ছি না—চগের জল ইচ্ছা করেও থামাতে পাচ্ছিনে। বল তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

প্র। "যতক্ষণ ঠাকুর বিসর্জ্জন না হয়েছিল ততক্ষণ ঘাটে ছিলাম, তার পর সকলের সঙ্গে বাড়ী এসেছি। তবে আমি বাড়ীতে থাকিনি বটে, একেবারে বাগানে এসেছি। তোমাকেও আমি খুঁজে ছিলাম, কিন্তু দেখ্‌তে পাই নাই, মনে করে ছিলাম, তুমি বাড়ী গিয়েছ। দেখ প্রতিভা! তোমার জন্য কেমন এক ছড়া ঠাকুরের মালা এনেছি—এখনো গন্ধ ভুর ভুর ক'চ্ছে, প'র্‌বে প্রতিভা?"

প্রতি। "প'রব,—আমিও তোমাকে দিবার জন্য এক গাছি মালা এনেছি, এও ঠাকুরের মালা, তবে তুমিও এ গাছি পর!"

প্র। "দাও, তোমার মালা আমি পরি, আমার মালা তুমি পর!"

প্রবোধ আপনার কণ্ঠ হইতে মালা খুলিয়া প্রতিভাকে পরাইয়া দিলেন, প্রতিভাও আপনার মালা লইয়া প্রবোধের কণ্ঠে পরাইয়া দিল!

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে হুলু দিয়া উঠিল। উভয়ে সভয়ে পশ্চাদ্‌ভাগে চাহিয়া দেখে—বৃদ্ধা ঠান্‌দিদি পিছনে গাল ভরা হাসি লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দন্তহীন বলিয়া সে হাসি

ওষ্ঠ বাধা দিতে পারিতেছে না। প্রবোধ লজ্জিত হইয়া ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "দিদি মা! তুমি কখন এসেছ?"

দিদিমা সেই হাসি তেমনি রাখিয়া বলিলেন, "তোমাদের মালা বদলের সময়। তোমরা ভাই গোপনে মালা বদল ক'র্‌ছ, কারুকে বল্‌তে কইতে নেই। শুভ কাজ এত চুপি চুপি হওয়া কি ভাল? কেউ না জানুক, বুড়া ঠান্‌দিদি—আজ বাদে কাল মরিবে তাকেও ত এ শুভ সংবাদটা দেওয়া উচিত ছিল।"

প্র। "কি দিদি মা! শুভ অশুভ কথা কি ব'লছ? আমরা কি করেছি দিদি মা?"

দি। "কিছু করনি দাদা! এখন বাড়ী এস। আয় দিদি তুইও আয়।"

যাইতে যাইতে মনে করিতেছিলেন, "আহা! প্রভা প্রবোধ—যেন লক্ষ্মী নারায়ণ, এমন নাত্‌বৌ হওয়া বহু সাধনার ফল! বিরাজ কি মত করিবে? কেন মত কর্‌বে না? যে মেয়ে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, তেমন বৌ হওয়া কার অসাধ? কারুর মত না হক, যে কর্ম্মী তার যখন মনের মত, তবে আর আপত্তি কার?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূজার ছুটী ফুরাইয়া আসিল। প্রবোধ আর থাকিতে পারেন না, দুই এক দিনের মধ্যে স্কুল খুলিবে, সুতরাং তৎপর দিনই তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইল। তাঁহার সহিত তাঁহার

মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, একটী ছোট ভাই আসিয়াছিলেন, পিতা কার্য্য কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় আসিতে পারেন নাই, সুতরাং শিবকৃষ্ণ বাবুই তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া রাখিয়া আসিবেন, স্থির হইল। যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে, প্রতিবাসীগণ আসিয়া কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে, সকলেই সস্নেহে বিদায় দিতেছে, সকলেই আছে, কিন্তু প্রবোধের চক্ষু যাহা দেখিতে চাহে সেইটী নাই। পূর্ব্ব রাত্রির দিদিমার ব্যঙ্গোক্তিতে প্রতিভা বড় লজ্জা পাইয়াছে, সে আর আসিতে পারে নাই, তবে বাড়ীতে আসিয়াছিল, দূরে অন্তরাল হইতে তাঁহাদের গমনের উদ্যোগ দেখিতেছিল। আজ আর প্রতিভার মনে সুখ নাই, আনন্দ নাই কি জানি কেন কিছুতেই প্রাণে শান্তি পাইতেছে না।

প্রবোধের জ্যেষ্ঠা বীরজা কেবল সকল কথাই শুনিয়াছিলেন, তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল, ভ্রাতার মুখের দিকে দুই একবার দৃষ্টি করিলেন, বুঝিলেন ভ্রাতার দৃষ্টি যেন কাহাকে খুঁজিতেছে। তিনিও ইতস্ততঃ খুঁজিলেন, সকলকেই দেখিলেন কিন্তু যাহাকে প্রয়োজন তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। প্রতিভার মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল, জিজ্ঞাসিলেন, "মাসী মা—প্রভা আসেনি?"

প্রতিভার মাতা বলিলেন, "আসিবে না কেন? আসিয়াছেত!"

প্রবোধ যেখানে বসিয়া ছিলেন তাহার ঠিক সম্মুখবর্ত্তী গৃহের কপাটের পার্শ্বে প্রতিভা দাঁড়াইয়াছিল; সে ঘরে প্রবেশ করিয়াই বীরজা প্রতিভাকে দেখিতে পাইলেন। বীরজা প্রতিভার হাত ধরিয়া সস্নেহে কহিলেন, "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে

কেন? এস দিদি বাহিরে এস, লজ্জা কি? তোমায় ত কেউ কিছু বলে নি। দিদি মা আমাদের নিয়ে রহস্য কর্‌ত্তে পারেন, করেছেন, সে কথায় কি লজ্জা ক'র্‌তে আছে? বিশেষ এ কথা ত আর অন্য কেউ শোনেনি তবে আর লজ্জা কিসের? এস দিদি প্রবোধ তোমায় খুঁজ্‌চে।"

প্রতিভার মুখখানি আরো নত হইয়া গেল, ধীরে, বিষণ্ণ ভাবে, কম্পিত কণ্ঠে বলিল "না দিদি আমি যাব না, ছেড়ে দাও, আমি বাড়ী যাই।"

বী। "আচ্ছা, তোমায় বাহিরে যেতে হবে না,—এস আমরা এই ঘরের ভিতরেই বসি। কিন্তু আমার একটী অনুরোধ তুমি রাখ্‌বে বল?"

প্র। "কি কথা?"

বী। "এস আগে বস, তার পর বল্‌ব।"

বীরজা প্রতিভার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া সম্মুখস্থ শয্যার উপর উপবেশন করিলেন।

বলিলেন, "প্রভা! তুমি লিখ্‌তে পার?"

প্র। "পারি।"

বী। "আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখিবে?"

প্র। "লিখিব। তুমিত দিদি শ্বশুরবাড়ী যাবে, তখন আমি কি করে তোমার ঠিকানা পাব?"

বী। "আমি যদি ইহারই মধ্যে শ্বশুর বাড়ী যাই, তোমায় লিখিব।—আমার কাছে দিদি কিছু লুকাস্‌নে, কেমন থাকিস্‌— সব খুলে লিখিস্‌। যে যাকে ভালবাসে তাহাকে কোন কথা বল্‌তে কুণ্ঠিত হওয়া কি ভাল? দেখিস্‌ দিদি ভুলিস্‌নে, মাঝে

মাঝে চিঠি দিস্, যখন যা মনে হবে আমায় খুলে লিখিস্। এইটী মনে রাখিস্ যদি তোমার মনে কখন কোন কষ্ট হয়, বীরজা দিদিকে বল্‌লেই সব কষ্ট দূর করতে পার্‌বে। আমার কথা বুঝিচিস্ ?"

"বুঝিচি।"

"তবে আয় একবার বাইরে যাবিনে ? আহা, প্রবোধেতে তোমাতে এত ভাব, যাবার সময় প্রবোধের সঙ্গে এক বার দেখা ক'র্‌বে না ?"

বালিকা নীরব হইয়া রহিল। বীরজা চিবুক স্পর্শে প্রতিভাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "তবে ব'স দিদি আর সময় নেই, সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে—আমরা চ'ল্লাম, মনে রেখো, যেন দিদিকে ভুলে যেও না।"

বীরজা বাহিরে গেলেন। যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছিল, পালকী আসিয়া দ্বারে লাগিয়াছে, সকলে উঠিয়াছে ; বীরজাও যথা রীতি সকলকে প্রণামাদি করিয়া পালকীতে গিয়া আরোহণ করিলেন। প্রবোধ উঠিবার সময় আর একবার পশ্চাদ্‌ভাগে চাহিয়া লইলেন—সেই সময়ে চকিতবৎ দেখিলেন—বিষণ্ণমুখী আলুলায়িত কেশা প্রতিভা দ্বারে দাঁড়াইয়া—নিমেষের জন্য চারি চক্ষে সম্পাত হইল মাত্র—পাল্‌কী সদর দ্বার অতিক্রম করিল।

চতুথ পরিচ্ছেদ।

পূজোপলক্ষে বাবুর বাড়ী যে যে আত্মীয় স্বজন আসিয়াছিলেন, সকলেই ক্রমে ক্রমে বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এত দিন লক্ষ্মীপুর জম্ জম্ করিতে-ছিল, যেন কত উৎসাহ ও সজীবতা পূর্ণ ছিল, ক্রমে সকলি নিবিয়া গেল! পল্লীগ্রাম স্বভাবতঃ নির্ব্বিঘ্নে নিস্তব্ধতার অঙ্কে শয়ান থাকে, কিন্তু লক্ষ্মীপুর দুর্গোৎসবের পূর্ব্ব হইতে এত দিন ক্রমাগত বাদ্য ভাণ্ডের নির্ঘোষে—লোক জনের কোলাহলে—আনন্দ হিল্লোলে টলায়মান হইয়া উঠিয়াছিল—আজি আর তাহার কিছুই নাই—সকলি নীরব—নিস্তব্ধ—আজি দিবা দ্বিপ্রহরেও যেন পল্লী, নিশীথের ঘোর সুষুপ্তির ক্রোড়ে শয়ান রহিয়াছে।

আজি হইতে বালিকা প্রতিভা আনমনে ফুল তুলে মালা গাঁথে, কখন আপনি গলায় পরে, কখন সাধের মালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দুর করিয়া ফেলিয়া দেয়। দেবতার মালা,—বিনিময়ের হার বালিকা সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল,—কখন বালিকা তাহা বাহির করিয়া আনিয়া তাহার অনুকরণে মালা গাঁথে, সে মালা যত্নে গলায় ধারণ করে—আবার কি ভাবিয়া গ্রথিত মালা দলিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়।

ক্রমে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল—সপ্তাহ কাটিয়া গেল—আবার সপ্তাহ আসিল, তাহাও ধীরে নীরবে অতীত হইল—কালী পূজা আসিল, আবার সকলেই আনন্দ উল্লাসে মাতিল, কিন্তু প্রতিভার আনন্দ নাই, উল্লাস নাই, মুখখানি নিয়ত বিষণ্ণ পাণ্ডুবর্ণ—যেন কোন গুপ্ত বহ্নিতে হৃদয় ভস্মীভূত করিতেছে—যেন লতিকার মূলে কীট পশিয়া লতিকাকে বিশুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছে। এমনি করিয়া মাসও ধীরে নীরবে কাটিয়া গেল, বালিকা আর কিছুতেই আনন্দ পাইল না।

বালিকা আশায় বুক বাঁধিয়া কেবল দিন প্রতীক্ষা করিতেছে, জগদ্ধাত্রী পূজায় প্রবোধ আসিবেন—কত আনন্দের পূজা আসিতেছে, প্রতিভা দিন গণিতেছে। পূজা যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, প্রতিভারও তত বিষণ্ণতা দূর হইতে লাগিল, অবসাদপূর্ণ মুখমণ্ডল ক্রমে হাসিয়া উঠিল। প্রথম প্রথম কয়েক দিন হাসিতে, খেলিতে, খাইতে পর্য্যন্ত ইচ্ছা হইত না,—শরীরের যেন অর্দ্ধেক বল কমিয়া গিয়াছিল—এখন বেশ বল পাইতেছে, আবার আহারে রুচি হইতেছে, হাসিতে খেলিতে প্রবৃত্তি আসিয়াছে। পূর্ব্বে কারণ নাই, বিষয় নাই, কেমন চুপ করিয়া বসিয়া কি যেন কি ভাবিতে ইচ্ছা করিত, সে ভাব এখন অনেকটা দূর হইয়া গিয়াছে। প্রতিভা ৪। ৫ বৎসর পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, বরাবর পড়ায় সমান মনোযোগ ছিল, মাঝে কয় দিন যেন পাঠেও কেমন বিরক্তি বোধ হইত, এখন আবার বেশ পড়িতেছে, কিন্তু পড়িতে পড়িতে হঠাৎ কি একটা কথা মনে আসিয়া মনটাকে, বড় গোলমাল করিয়া দেয়, কার মুখ—কার স্মৃতি যেন নিয়ত আগে আগে ফিরিতেছে—যাহা করিতে যায়, যাহাই ভাবিতে যায় তাহারই সম্মুখে আসিয়া যেন বাধা দেয়, সব ভুলাইয়া দিয়া আপনাকেই সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করে!

আজ কাল করিয়া পূজা আসিল। মাঝে কিছু দিন প্রতিভা বাবুর বাড়ী মাড়ায় নাই, ঠাকুর এক মেটে হইতে না হইতে প্রতিভা আবার বাবুর বাড়ী যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। অনেক দিনের পর প্রতিভাকে দেখিয়া সুখদাদেবী বলিলেন,—"হ্যাঁ মা! আর দেখিতে পাই না যে, একবার

আস্‌তে নেই বাছা? সুরো, শশী, ননী, কামিনী, সদাই তোমার কাছে থাকে, তুমি একবার তাদের কাছে আস্‌তে পার না? তারা কত দুঃখ করে, বলে, আমরা রোজ প্রভাদের বাড়ী বেড়াতে যাই, প্রভা এক দিন আস্‌তে পারে না!"

প্রতিভা বিনীত ভাবে বলিল, "কেমন করে আসি জেঠাই মা! আজ কাল অনেক কাজ কর্‌তে হয়,—এখন থেকে আবার আস্‌ব।"

সুখদাদেবী কহিলেন,—"গৃহস্থের মেয়ে কাজ কর্ম্ম কর্‌বে বই কি মা! তবে এখন ছেলে মানুষ একটু খেলা ধূলাও ত করা চাই, তাই বলিতেছিলাম।"

ক্রমে পূজার সমস্ত উদ্যোগ হইতে লাগিল। দেশ দেশান্তরে হইতে আত্মীয় কুটুম্বাদি আনীত হইতে লাগিলেন, পূজার দিন পর্য্যন্ত প্রতিভা ভাবিতেছে আজি তাহারা আসিবে—ক্রমে দিন গেল রাত্রি আসিল, প্রতিভা একবার ঘর একবার বাহির করিতেছে, কই আজিও ত তারা আসিল না? প্রতিভা আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে গিয়া সুখদাদেবীর নিকট উপস্থিত হইল, সুখদাদেবী প্রতিভাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি প্রভা? কাহাকে খুঁজিতেছ?"

প্রতিভা মুখখানি নত করিয়া বলিল "কারুকে খুঁজ্‌চিনে, হ্যাঁ জেঠাই মা! এবার মাসীমারা এলেন না?"

"না মা, তাঁরা এবার আস্‌তে পাল্লেন না, উনি নিজে আন্‌তে গিছ্‌লেন, প্রবোধের একজামিন তাই তাঁরা ...

আস্‌তে পাল্লেন না, হয়ত কার্ত্তিক পূজার সময় আস্‌বেন।"

"কার্ত্তিক পূজার সময় আস্‌বেন, এমন কিছু তাঁরা বলে দিয়েছেন?"

"না তাঁরা কিছু বলে দেন নি, আমি আপনি বল্‌ছি। তাই বা কেমন করে আস্‌বেন। প্রবোধের এবার পাশের পড়া, তা ক্ষতি করে ত আসতে পারে না। পাশ দিয়া তার পর একেবারে দোলের সময় আস্‌বে।"

প্রতিভা আর কোন কথা কহিল না। ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাতার পিতৃস্বসার তাড়নায় প্রতিভা আবার আসিল বটে—কিন্তু আসা মাত্র, আর তাহার কিছুতে আনন্দ নাই,—সুখ নাই—তৃপ্তি নাই!

তার পর কি হইল? আর কি হইবে? সকল পূজাই একে একে কাটিয়া গেল, সকল মাসই ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, কই দোল আসিল, ধুম ধামে বাসন্তী পূজা হইল, কোন পূজাতেই ত আর তিনি আসিলেন না? বাসন্তীপূজার সময় প্রবোধের মাতা, পিতা, ছোট ভাই বোন সকলেই আসিলেন, কেবল প্রবোধ আর বীরজা দিদি এ দুই জনে আসেন নাই। কেন—কে বলিবে?

আর প্রতিভা? আহা বালিকা কি পাপে এ তাপ সহে কেহ বলিতে পার কি? বালকের জন্য বালিকার এত চিন্তা কেন? দিনে দিনে বালিকার অস্থি পঞ্জর সার হইয়া গেল,—আহা অবোধ বালিকার মুখের দিকে কি বিধাতা

ফিরিয়া চাহিবেন না? দিন যামিনী যে চিন্তায় চিত্ত মগ্ন সে চিন্তা কি এ জীবনে অপসারিত হইবে না?

বালিকা কেন ভাবে, কেন কাঁদে, কেন উদ্ভ্রান্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়?—এ কি ভালবাসার লক্ষণ, না প্রেমের বিকার? বালিকার মনে প্রেমের অঙ্কুর? তাহাত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, তবে ইহাকে কি বলিব? যা বলিতে হয় তোমরা বল, এ হৃদয় চাঞ্চল্যের যে কোন আখ্যা দিতে হয়,—তোমরা দাও—ইহাকে ভাল বাসা বলিতে হয়—বল, না বলিতে হয় না বল—কিন্তু প্রতিভার—আহা অবোধ বালিকা প্রতিভার অশান্তির শেস নাই—যাতনার ইয়ত্তা নাই—লেখকের লেখনী মুখে সে দুঃখ বাহির হয় না,—সুবক্তা সে কথা ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারে না—গীতিকার সে দুঃখ-গাথা গাহিয়া ফুরাইতে পারে না—তাহা অসীম, অপরিমেয়, অনন্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সময় কাহারও মুখ চাহে না,—সুখী, দুঃখী, রোগী, ভোগী, কাহারও প্রতি ফিরিয়া দেখে না, বিপদ সম্পদ, আনন্দ অবসাদ, আশ্বাস নৈরাশ, আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তি কিছুরই প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না—দিন, মাস, কাল লইয়া অবিশ্রান্ত গতিতে অদম্য বেগে চলিতেছে, পরিবর্ত্তন জগতের প্রাণ—পরিবর্ত্তনই প্রকৃতির নিয়ম, কালই তাহার অনুষ্ঠাতা—কালই তাহার নিয়ামক।

দিনের পর দিন, ঋতুর পর ঋতু ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়, সকলি আছে, সেই উষার রক্তিমচ্ছটা বিমল মধুর ভাব, সেই রবির সেই রূপ খরতর করস্পর্শ, তেমনি পাখীগণ গান গায়—বালক ছুটা ছুটি করে, আবদার করে, বায়ু হিল্লোলিত সরিৎসরে মাছ তেমনি খেলা করে, বায়ুর শীতল স্পর্শ, অগ্নির উত্তাপ, মনের বেগ, প্রাণের উচ্ছ্বাস, চিত্তের অভাব, সুন্দরে মোহ—মোহে পতন, তেমনি সকলি আছে—সকলি ঘটিতেছে—তবু তাহারই ভিতর অলক্ষিতে কত কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে! দেখিতে দেখিতে চক্ষের উপর দিয়া দিন কাল চলিয়া যায়, ভাবিতে বুঝিতে দেয় না, তাই আমরা সে পরিবর্ত্তন সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। পরিবর্ত্তন না থাকিলে বৈচিত্র্য বিহীন হইয়া জগৎ-সংসার ভয়ানক বিরক্তিকর হইয়া উঠিত, এ পরিবর্ত্তন আছে বলিয়াই এক দিন যাহাকে যাতনায় অস্থির দেখি, পরদিন তাহারই মুখে মধুর হাসি দেখিতে পাই, অন্তর্জ্বালা চির দিন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিলে কয় দিন মানুষ জীবিত থাকিতে পারিত? জগৎ বিধাতৃর এ নিয়ম নহে। জগতের কার্য্য-কারিণী শক্তির মূলে পরিবর্ত্তন আছে বলিয়াই মনুষ্য হৃদয় কল্পনা কুশল, অনন্ত আশাময় স্বাস্থ্যে ক্লেশে, শান্তি চিন্তায়, তৃপ্তি আকাঙ্ক্ষায় এ পরিবর্ত্তন ওতঃ-প্রোত ভাবে জড়িত—তাই জগৎ বৈচিত্র্যময় "নিতুই নূতন"।

দিনের পর দিন করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ গিয়া আবার নূতন বৎসর ফিরিয়া আসিল,—এমনি করিয়া কত সুখের কথা দুঃখের কাহিনী লইয়া বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, এখন প্রতিভা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা,—কৈশোর যৌবনের সন্ধি

স্থলে দণ্ডায়মানা। ঊষার উন্মেষোন্মুখ নলিনীর মত যৌবন ফুটে ফুটে—ফুটে নাই, যৌবনের লীলাময়ী ছায়া— আবেশময় প্রফুল্ল ভাব, এখনও যেন প্রতিভার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিতে পারে নাই! জোয়ার লাগিয়াছে—কিন্তু তেমন পূর্ণতা নাই, উচ্ছ্বাস নাই, আবেগ নাই, " নিবাত নিকম্পা " গতিমাত্র নাই। যৌবনের প্রারম্ভে প্রাণ মন যেন কি এক স্বপ্নময় ভাবে বিভোর হইয়া প্রমত্ততায় ডুবিয়া যায়—পৃথিবীর সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া উধাও হইয়া সুখময় কল্পনার শেষহীন সীমাহীন অনন্ত রাজ্যে বিচরণ করে—প্রতিভার কল্পনা তেমনি প্রবল বটে, কিন্তু সে কল্পনায় আনন্দ নাই—সুখ নাই—তৃপ্তি নাই, আছে কেবল নৈরাশ্যের ভ্রূকুটী, যাতনার বিভীষিকা!

যে কষ্টে এক দিন, এক যুগ বলিয়া মনে হয়,—তেমন কষ্ট লইয়া প্রতিভার দুঃখময় জীবনের ৩। ৪ বৎসর কাল কেমন করিয়া কাটিল? বিস্ময়কর বটে। রমণীর হৃদয়— দৃঢ় অথচ স্থিতিস্থাপক, যে তাপে পাষাণ ফাটিয়া যায়, রমণী হৃদয় সে তাপও সহিতে পারে। যে নারী সংসারের মূল ভিত্তি ও সুদৃঢ় বন্ধন—সর্ব্বসহনশীলতা ও সহিষ্ণুতাই তাহাকে তদনুরূপ কার্য্যকারিতার উপযোগিনী করিয়াছে।

দুঃখের প্রথম অবস্থাটা যতই অসহনীয় হউক কাল ক্রমে আর তাহার তত দূর্ব্বিষহতা থাকে না। কতক অভ্যাসের গুণে কতক সহনশীলতায় হৃদয়ের দারুণ অস্থিরতা অনেকটা শমতা প্রাপ্ত হয়।

প্রথম প্রথম প্রতিভা চিন্তার আবেগে মনের অস্থিরতায় শরীর পাত করিতে বসিয়া ছিল, হৃদয়ের সহিত প্রতিনিয়ত

যুদ্ধ করিল, কিন্তু সে মহাবেগে আপনি ক্ষত বিক্ষত হইল—তথাপি সে বেগ ফিরিল না, গুপ্তবহ্নি,—কারণহীন স্বতঃ জ্বলিত অনলরাশি বহু চেষ্টাতেও নিবাইতে পারিল না। আপনার ক্ষমতায় না কুলাইলে মানুষ দৈবীশক্তির আশ্রয় লয়, ইহাই মানুষের প্রকৃতি; প্রতিভা শৈশব হইতেই শিব পূজা করিত, এখন কায়মনে শিবেরই পরিচর্য্যায় ব্রত হইল। যিনি আসক্তি-শূন্য হইয়া, আকাঙ্ক্ষাহীন হইয়া ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করেন, তিনি মহা পুরুষ, কিন্তু বালিকা প্রতিভা তত উন্নত প্রকৃতি পায় নাই,—বালিকা ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটী ক্ষুদ্র কামনা রাখিয়া ভগবানে চিত্ত ঢালিল, কামনা এই,—যে কারণ হীন অরুন্তুদ যন্ত্রণায় অহর্নিশ পীড়িত হইতেছে, যে কারণহীন অনল তাপে প্রতিনিয়ত হৃদয়ের স্তরৈস্তর ভস্মীভূত হইতেছে—তাহার অবসান হউক, বালিকা প্রাণে আর যাতনা সহিতে পারেনা! কি করিলে এ যাতনার অবসান হইবে—তাহাও ভগবানের কাছে বালিকা কাতরে, সাশ্রু নয়নে নিবেদন করিত—আর কিছু নহে, যাহার জন্য এত চিন্তা, এত ভাবনা, এত যাতনা, একবার নিমেষের জন্য ভগবান তাহাকে মিলাইও, বালিকা দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিবে—সকল অবসাদ ঘুচাইবে—তাহার পর সে অনন্ত ধামে যাইতে চায়,—বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণে আর কোন আশা—আর কোন কামনা নাই।

মাঝে এক দিন বীরজার পত্র আসিল,—তাহাও প্রতিভার চিত্ত স্থৈর্য্যের অনেকটা সহায়তা করিল। বীরজা লিখিয়াছেন,—

"ভগিনি প্রতিভা!

কত দিন হইতে মনে করিতেছি, তোমার সংবাদ লইব, কিন্তু সাংসারিক ব্যস্ততায় পড়িয়া কিছুতেই ইচ্ছা পূরাইতে পারি নাই, ভগিনি! তজ্জন্য অপরাধ লইও না। পিতৃ গৃহে আসিবার দুই তিন দিন মাত্র পরেই আমাকে শ্বশুরালয়ে আসিতে হইয়াছে, জানইত আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর ঠাকুর ও শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী প্রাচীন হইয়াছেন, গৃহে আর লোক মাত্র নাই, আমাকেই সমস্ত কাজ দেখিতে শুনিতে হয়। পিত্রালয়ে থাকিলে ইঁহাদের বড়ই কষ্ট হয়, সুতরাং অধিক দিন তথায় থাকিতে পারি না। এখানে আসিয়াই গৃহ কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং ইচ্ছা সত্বেও অন্য বিষয়ে সময়ক্ষেপ করিতে পারি না। কয়েক দিন হইল শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্রের পত্র পাইয়াছি, তাহারও পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, আজি কালির মধ্যে একটু সময় পাইলেই দিব—আজি একটু সময় পাইয়া তোমার সংবাদ লইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি। দিদি এত দিন সংবাদ লয় নাই বলিয়া ত রাগ হয় নাই?—না তা হইবে না, আমি জানি, তুমি বালিকা হইলেও তোমার বুদ্ধি বালিকার মত নহে, সুবুদ্ধি মেয়ে কি অল্প কারণে দিদির উপর রাগ করিতে পারে?

তুমি ভাল আছ ত? ত্বরায় আমায় পত্র দিও। আমার অসংখ্য প্রণাম মাসীমাতা ও বউ দিদিকে দিবে। প্রভাত উত্তীর্ণ হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। প্রভাত কি কলিকাতায় পড়িবে? প্রবোধও এই বৎসর হইতে কলিকাতায় পড়িতেছে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইতেছে।

আশীর্ব্বাদিকা——বীরজা।"

জানিনা কেন পত্রখানি পড়িয়া প্রতিভার শুষ্ক ওষ্ঠ যেন একটু সরস হইল,—একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল—দুইবার পত্রখানি এবং পত্রমধ্যস্থ একটী নাম কয়েকবার উপর্য্যুপরি পাঠ করিল—তাহার সহিত একটী ক্ষুদ্র শ্বাস হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বহির্গত হইয়া ধীরে নীরবে নাসা অতিক্রম করিল!

প্রতিভাও পত্রের উত্তর দিল। যাহাকে যে ভাল বাসে, এবং যাহার নিকট হইতে সহানুভূতি পাইতে পারিবে জানে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনবধানতায় তাহার নিকট নিজের দুই একটা দুঃখের কথা বাহির হইয়া পড়ে। পাছে দীর্ঘ করিয়া পত্র লিখিলে মনাবেগে কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এ জন্য প্রতিভা দুই কথায় পত্র শেষ করিল, কিন্তু সে দুই কথাও যে আবেগ-শূন্য ছিল না, অল্প বুদ্ধি বালিকা ততটা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। উত্তরে লিখিল,—

"দিদি,

তোমার পত্র পাইলাম। জানিনা কেন কয়েক দিন হইতে মনে বড় সুখ নাই—তৃপ্তি নাই, পৃথিবীর কিছুই যেন ভাল লাগে না। অসুখ হইবার পূর্ব্বে এমনি আমার মনের অবস্থা হয়—বুঝি অসুখ হইবে। এখন শরীর বেশ সুস্থ, জ্বর নাই, পীড়া নাই,—অথচ শরীরে পূর্ব্বের মত বলও নাই,—মাঝে মাঝে মাথা ঘুরিয়া উঠে, কয়েক বার ঘুরিয়া পড়িয়াও গিয়াছি। ডাক্তারে বলে, ইহা উন্মাদের লক্ষণ—কত তৈল, কত ঔষধের ব্যবস্থা হইতেছে, আমি ইহার কোনই প্রয়োজন দেখি না, উন্মাদ অবস্থা কি অসুখের? জানিনা, কিন্তু আমারত তাহাকে দিব্য সুখের অবস্থা বোধ হয়। উন্মাদ হইব বলিয়া কতকটা

আশ্বস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু কই তাহাওত হইল না!

দিদি! তুমি আর একবার আমাদের এখানে আসিবে না? আর একবার তোমায় বড় দেখিতে ইচ্ছা করে, পূজা আসিতেছে, এই পূজায় একবার আসিও, আর বৎসর পূজার সময় যেমন সকলে মিলিয়া আসিয়াছিলে, এ বৎসরেও কি তেমনি আসিতে পারিবে না?

মেজো দাদা উত্তীর্ণ হইয়াছেন বটে, কোথায় পড়িবেন এখনো ঠিক হয় নাই। বড় বউ কলিকাতায়।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী

প্রতিভা।"

উত্তরে বীরজা লিখিলেন—" ভগিনী! পাগল হইবার এত সাধ কেন? সংসারানভিজ্ঞা বালিকার হৃদয়ে কি এত তাপ জন্মিতে পারে, যে, সে চিত্তে স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে অক্ষম হইয়া পাগলিনী হইতে চায়? শরীর দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়াছে বুঝিতেছি, চিকিৎসকের উপদেশ অবহেলা করিও না, অনর্থক সাধ করিয়া শরীরপাতে ফল নাই—বরং তাহাতে ঘোরতর অধর্ম্ম আছে। তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার বড়ই ইচ্ছা আছে—তবে পূজায় হয় কি না বলিতে পারি না, ভগবান দিন দিলে অবশ্য দেখা হইবে।"

প্রতিভা এ পত্রের আর উত্তর দিল না। বীরজা আবার পত্র দিলেন কিন্তু প্রতিভা তাহারও উত্তর দিল না।

বীরজার পুনর্ব্বার পত্র আসিল,—" ভগিনি! জানিনা তুমি কেন আমায় পত্র দিতেছ না; তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? জানিতাম কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না,—কিন্তু আজি

বিপরীত ভাব দেখিতেছি কেন? জগৎ প্রকৃতির ত কোন বৈষম্য ঘটে নাই, কিন্তু মানব চিত্তের এ ঘোরতর বৈষম্য উপস্থিত কেন? ভগিনী! যদি অপরাধ করিয়া থাকি, আমায় স্পষ্ট করিয়া লিখিও, তোমার নিকট অবনত মস্তকে মার্জ্জনা চাহিব, কিন্তু কি হইল, কি অপরাধ করিয়াছি বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি, প্রার্থনা করি, ত্বরায় সংবাদ দিবে। কাহারও সংবাদ না পাইলে যদি কেহ ভাবিত ও ব্যথিত হয়, তাহাকে সংবাদ দেওয়া কি উচিত নয়? কেবল আমি কেন, তোমার সংবাদের জন্য আরো কেহ উৎসুক নেত্রে পথ চাহিয়া আছে—কাহারও মনে ব্যথা দেওয়া কি উচিত? ভরসা করি, এবার তুমি সংবাদ দিয়া আমাদেব সকলকে সুখী করিবে।"

এ পত্র পাইয়া আর প্রতিভা নীরবে থাকিতে পারিল না। প্রতিভা উত্তরে লিখিল,—"দিদি, তোমার কোন অপরাধ নাই,— আমিই প্রকৃত অপরাধিনী। কিছু ভাল লাগে না, একটু স্থির হইয়া বসিয়া একখানি পত্র লিখিব, তাও যেন হইয়া উঠে না। জগতের সকলি নীরস—সকলি বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে,— জীবনও বড় ভারবহ বলিয়া বোধ হইতেছে, জানিনা কত কাল এ মরু জীবন লইয়া থাকিতে হইবে! তুমি আমাকে সংসারানভিজ্ঞা বালিকা বলিয়া আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পার, কিন্তু দিদি! যদি এ হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহার ঘোর শূন্যতা—অনন্ত জ্বালা দেখিতে পাইতে,—তবে আর বালিকার কথায় হাসিতে পারিতে না। কেন এ জ্বালা সহি? তোমায় বুঝাইব কি দিদি, আমি আপনি বুঝি না। কোন্

অজ্ঞাত কারণ এ জ্বালার নিদানভূত, অনুসন্ধান করিয়া খুঁজিয়া পাই না।

বাস্তবিকই সংসারের কিছু বুঝি না, জগতের একটী ক্ষুদ্র কীট—জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ কি বুঝিবে! কিন্তু তা বলিয়া কি জগতের অঙ্গীভুত সুখ দুঃখের সে গ্রাহক নয়? অবোধ শিশু অগ্নির গুণাগুণ বুঝে না বলিয়া কি, সে, অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিলে অগ্নি শৈত্য বর্ষণ করিবে? কার্য্য ফল অবশ্যম্ভাবী, হয় ত কোন গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়াছি, তাহারই ফল ভোগ করিতেছি!

তোমায় পত্র দিলে আর কাহারা সুখী হয় জানি না, আমার সংবাদের জন্য জগতে কেহ পথ চাহিয়া থাকে, এ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না!"

পত্র পাইয়া বীরজা লিখিলেন,—

"অনেক দিনের পর তোমার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। কিন্তু তোমার অবস্থা শুনিয়া বড়ই চিন্তিত ও বিস্মিত হইলাম,—তুমি বালিকা বলিয়া তোমার কথা হাসিয়া উড়াইতেছি না, কিন্তু বাস্তবিক তোমার কথায় আমাকে অতিশয় বিস্মিত করিয়াছে! জগতে অঘটনীয় কিছু নাই জানিতাম, কিন্তু বালিকার কোমল মনে এমন বিকার উপস্থিত হইতে পারে, আদৌ বিশ্বাস ছিল না। বুঝিলাম, ভগবানের অসাধ্য ক্রিয়া নাই। ভগিনী! এত দিনে তোমার পীড়া যেন কতক বুঝিতে পারিলাম, এ অনুমানে কত দূর সত্যতা আছে জানি না, কিন্তু ইহাই যেন ঠিক বলিয়া মনে লইতেছে। তুমি বাল্যকাল হইতে আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভাল বাস, বোধ হয় আমাকে তুমি কোন কথাই লুকাইবে না; সত্য করিয়া বল দেখি,

তুমি কেন এমন হইয়াছ? আমার বিশ্বাস, তোমার এ মনোবিকার কল্পনা-সম্ভূত—তুমি কাব্য পাঠে বিশেষ অনুরক্ত, বোধ হয় কাব্যের মোহময় কাল্পনিক চিত্রই তোমার এ দশা ঘটাইয়াছে। আমি তোমায় কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করি, আমার দ্বারা যদি তোমার মনোবিকারের কোন প্রতিষেধ হয়, আমি শরীর পাতেও তাহাতে পরাঙ্মুখ হইব না, প্রার্থনা করি, তোমার হৃদয়গত প্রকৃত কথা পর পত্রে প্রকাশ করিবে। আমি ভাল আছি, বাড়ীর পত্র পাইয়াছি—সকলে ভাল আছেন, কলিকাতা হইতে প্রবোধ চন্দ্রেরও আজ পত্র পাইলাম—সেও শারীরিক ভাল আছে।"

প্রতিভা আর প্রত্যুত্তর দিল না। বীরজা আর কয়েকবার পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিভা তাহার কোন খানারই উত্তর দেয় নাই।

বালিকা ভগবানের উপর আত্ম নির্ভর করিয়াই হউক, অথবা বীরজার কোন ঐন্দ্রজালিক কথার গুণেই হউক, কিছু দিন সে উৎক্ষিপ্ত চিত্ত কতকটা শান্ত করিতে পারিল, কিন্তু মানসিক দারুণ চিন্তা, শারীরিক অনবধানতা, আহার্য্যে অরুচি প্রভৃতি নানা কারণে ত্বরায় পীড়িত হইল, জ্বর, কাশি, ক্রমে হৃদ্রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। দেশে সামান্য ডাক্তার সামান্য চিকিৎসা করিল, কিয়দ্দিন গ্রামান্তর হইতে কবিরাজ আনাইয়া দেখান হইল, কিছুতেই কিছু হইল না, ৩।৪ মাসে কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। প্রতিভার জ্যেষ্ঠ সহোদর হেমন্ত কুমার কলিকাতায় থাকিতেন, তিনি প্রতিভাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা করিলেন,

অচিরাৎ তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। প্রতিভা কলিকাতায় নীত হইল, মাতাও যাইতে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু সংসার ফেলিয়া তিনি যাইতে পারিলেন না। তবে প্রতিভার পিতা হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়া প্রতিভাকে দেখিয়া আসিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রবোধের পিতার নাম রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পৈতৃক বাস কৃষ্ণদেব পুর, কিন্তু তিনি কোন কারণে পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাঞ্চননগরে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। প্রবোধ এই খানেই প্রথম পরীক্ষার পাঠ শেষ করিলেন, তাহার পর কলেজের পড়া পড়িতে হইবে. কিন্তু এখানে কলেজ নাই, সুতরাং তাঁহাকে কলিকাতায় গিয়া পড়িতে হইতেছিল।

রাধাগোবিন্দ বাবু কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং তাঁহাকে প্রায় অধিকাংশ দিনই তথায় থাকিতে হইত, দুই এক সপ্তাহ অন্তর বাড়ীতে আসিতেন। পরিবারেরা কখন কলিকাতায়, কখন বা কাঞ্চননগরে বাস করিতেন। শীত ঋতুতে পল্লীগ্রামের অবস্থা প্রায়ই ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে শোচনীয় হইয়া উঠে, এজন্য শীত কালের সমগ্র সময়ই তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেন। প্রবোধ পিতার নিকট থাকিতেন।

প্রায় বর্ষকাল হইল প্রবোধ কলিকাতায় আসিয়াছেন। বর্দ্ধমানে পাঠের স্থবিধা সত্ত্বেও জানিনা কেন তিনি কলিকাতায় থাকিয়া পাঠ করিতেই বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। সুতরাং রাধাগোবিন্দ বাবু তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া কলিকাতায় থাকিতেই অনুমতি দেন। সেই অবধি প্রবোধ কলিকাতায় আছেন। কিন্তু যে কারণে তিনি বর্দ্ধমান না থাকিয়া কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কলিকাতায় থাকিয়া তাহার বিপরীতই ঘটিল, পাঁচটা দেখিয়া, পাঁচ জনের সঙ্গে মিশিয়া মনে করিয়াছিলেন, কতকটা সুখে থাকিতে পারিবেন, কিন্তু তাহার বিপরীত ফলই ফলিল। যে একটী ক্ষুদ্র ইচ্ছা পোষণ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, দেখিলেন, এখানে থাকায় কিছুতেই সে ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না। প্রবোধ অন্তরে অন্তরে কিছু ব্যাকুল হইলেন।

পূজার ছুটী আসিল, প্রবোধ কত আনন্দে, কত উৎফুল্ল প্রাণে পূজার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, হায়—পূজায় বুঝি বাড়ী যাওয়াও হয় না, আর একটী যে আশা ছিল তাহাত আশাতেই পর্য্যবসিত হইল! পূজাবকাশের কিছু দিন পিতার সহিত কলিকাতায় থাকিতে হইল, কিছুদিন বাড়ীতে থাকিতে হইল—আর সে আশার সফলতা কোথা হইতে হইবে? আর কিছু নহে, বড় ইচ্ছা ছিল পূজার সময় একবার মাতুলালয়ে যান, কিন্তু পূজার পরেই যান্মাসিক পরীক্ষা, পিতা নিষেধ করিলেন, এখন আমোদ আহ্লাদে সময়ক্ষেপ করা উচিত নয়,—প্রথমতঃ পড়ার ক্ষতি, দ্বিতীয়তঃ পূজা বাড়ী—সময়ে স্নানাহারে ব্যাঘাত ঘটিবে, সুতরাং তাহাতে অসুখও হইতে পারে, অতএব যাওয়া

কোন প্রকারেই যুক্তি সিদ্ধ হয় না। প্রবোধ আর কি করিবেন—তাঁহাকে আশা আশাতেই নিঃশেষ করিতে হইল। কিছুকাল তিনি অতৃপ্ত আশার উদ্বেল তরঙ্গ লীলায় দোলায়মান হইলেন,—উৎকণ্ঠার তীব্র অনলে দগ্ধ হইলেন, কিন্তু স্বাভাবিক সংযম ক্ষমতায় তিনি অল্পকাল মধ্যেই আবার আত্ম-স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারিলেন। তাঁহার সহপাঠী ও প্রিয় সুহৃদ বসন্তসখা তাঁহার অন্তরের কথা অনেক বুঝিতে পারিতেন, তিনিও তাঁহার অলৌকিক চাঞ্চল্যের কথা তাঁহাকে সমস্ত প্রকাশ করিতেন—বসন্তসখা ভিন্ন তাঁহার অন্তরের কথা আর বড় কেহ বুঝিতে পারিত না, তিনিও তিনি ভিন্ন হৃদয়-দ্বার কখন কাহারও নিকট উদ্ঘাটন করিতেন না।

এই রূপ একটা ঘোরতর চাঞ্চল্য লইয়া তাঁহার কলিকাতায় অবস্থানের দুই বৎসর কাল অতীত হইল। মন সুস্থ না থাকিলে পাঠে বড় আস্থা থাকে না,—প্রবোধেরও পাঠে বড়ই অনাস্থা জন্মিতে লাগিল, কিন্তু বসন্তসখার একান্ত প্ররোচনায় না পড়িয়াও থাকিতে পারিতেন না—কেবল হিতচিকীর্ষু বন্ধুর উত্তেজনা ও উপদেশেই তিনি দ্বিতীয় পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু এবার আর বৃত্তি পাইলেন না। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে না পারায় বৃত্তি লাভে বঞ্চিত হইলেন।

তৃতীয় বৎসরও এক প্রকার গোলমালে কাটিল। মন ক্রমেই অসুস্থতায় ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল, প্রমত্ত মনের সহিত অহরহঃ যুঝিয়াও প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলেন না। বসন্তসখা বিস্তর বুঝাইতেন, এক দিন কথায় কথায় বলিলেন, "ভাই

অনর্থক কাল্পনিক ভাবে বিভোর হইয়া আত্ম-কার্য্য হারাও কেন? এই পাঠের সময়—উন্নতি করিবার প্রকৃষ্ট অবস্থা, এ সময় হেলায় হারাইলে পরিণামে বড়ই পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে, এখনও আত্ম-কার্য্য বুঝ। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান, অসাধারণ ধীশক্তিশালী ব্যক্তির একটা সামান্য বালিকার জন্য কর্ত্তব্য শৈথিল্য কি বাস্তবিকই লজ্জার বিষয় নহে? আমি অনেক কারণে দেখিয়াছি, তোমার আত্মসংযম ক্ষমতা, তিতিক্ষা, ধৈর্য্য, পরহিতেচ্ছা, আত্মত্যাগ অসাধারণ ও অনুকরণীয়, কিন্তু সামান্য বিষয়ে তাহার অনুষ্ঠান দেখিনা কেন? ভাল, মানিলাম বয়সের সহিত চিত্ত বৃত্তি একটু স্ফূর্ত্তি পাইলেই মনের ভিতর একটা ঘোরতর অভাব ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতে থাকে, চিত্ত স্থৈর্য্যকারী অবলম্বন ভিন্ন সে অভাব কিছুতেই পূরেনা, সুতরাং সময়ে সে অবলম্বন একান্ত প্রার্থনীয় হইয়া উঠে। এখন তোমার বয়স অষ্টাদশ কি ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র, এ বয়সে কি তেমন শূন্যতা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে? আমার ত তাহা বিশ্বাস হয় না। পুরুষের অন্যূন বিংশ বর্ষ এবং স্ত্রীলোকের অন্যূন ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষের পূর্ব্বে সে অভাব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা জন্মে না। আমি তোমার সমবয়স্ক, এ বয়সে যদি মানসিক অভাব বুঝিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে ত আমিও তোমার মত বিচঞ্চল হইতাম। পিতা আছেন, মাতা আছেন, স্নেহময় সহোদর সহোদরা আছে, ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জল, যে কোন অভাব অনায়াসে মোচিত হইতেছে, তবু তোমার মনের শূন্যতা পূরেনা, বড় আশ্চর্য্য কথা! তাই বলিতে ছিলাম, তুমি কল্পনায়

সত্যতা আরোপ করিয়াই এরূপ ব্যাকুল হইয়াছ,-আত্মকর্ত্তব্যতায় শৈথল্য প্রদর্শন করিতেছ, ভাই! ক্ষান্ত হও, সাধু বুদ্ধির অনুসরণ কর, কল্পনা অন্তর হইতে দূর করিয়া দাও।”

প্রবোধ হাসিয়া উত্তর দিলেন, “ভ্রাতঃ! এক সময়ে সকল চিত্ত বিকাশ পায় না, তাহা হইলে এক জনের প্রকৃতি দেখিয়াই মানব-প্রকৃতি-তত্ত্ব-বিদ্ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও রুচি,—আমার এরূপ হয় না বলিয়া অপরের ও হইতে পারে না, ইহা আদৌ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। প্রণয়ের কালাকাল নাই—পাত্রাপাত্র নাই, ইহা জ্ঞানের উন্মেষ মাত্র হৃদয়ে উপ্ত হইতে পারে, প্রথমে সরল স্নেহরূপে দেখা দিয়া ক্রমে গাঢ় প্রণয়ে পরিবর্ত্তিত হয়—আমারও অবস্থা তাহাই। তোমার এ সম্বন্ধে আত্মদর্শন না থাকিতে পারে, কিন্তু পড়ও নাই কি যে, যে ভাল বাসে সে তীব্র হলাহল পান করে, কিন্তু সে তীব্রতা সে প্রথমে উপলব্ধি করিতে পারে না, পরে, ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই তীব্রতা বুঝিতে সক্ষম হয়। ভাল বাসা একবার হৃদয়ে অঙ্কুর হইলে, তাহা আর বিনষ্ট হইবার নহে, তাহা অমর অবিনশ্বর—ভাই, জানত সকলি, তবে আবার আমায় কি করিতে বল?”

“ভাল তাহাই যেন হইল, কিন্তু যখন জানিতে পারিতেছি, একটা কাল্পনিক পিপাসা অকারণ আমাকে জ্বালাতন করিতেছে,—আমার উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতেছে,—আমাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিতেছে, তখন কি তাহাকে হৃদয় হইতে দূর করিতে পারি না?”

"পারিলে করিতাম—আমার সাধ্যাতীত।"

"যে আঁক একবার পড়ে তাহা কি মুছা যায় না?"

"পাথরে পড়িলে কোন কালে মুছে না।"

"তোমার হৃদয় ত ভাই কঠিন প্রস্তর নয়, তোমার ত হৃদয় কুসুম কোমল"

"কোমলে দাগ পড়িলেও ত উঠে না! বরং উঠাইতে গেলে তাহার সহিত দ্রব্যটীও বিনষ্ট হয়, পুষ্পের দাগ তুলিতে গেলে কি পুষ্প বিনষ্ট হয় না?"

"ভাল সকলি স্বীকার করিলাম, কিন্তু তুমি যাহাকে চাও, সে যদি তোমায় না চাহে? তুমি কল্পনা প্রধান, সেই বাল্যের একটা ক্ষুদ্র কথা—ক্ষুদ্র ব্যবহার আজিও মনে করিয়া রাখিয়াছ, তুমি কি ভাবিতেছ, সে আজিও তোমায় মনে করিয়া আছে? তোমার মত আর কেহ পাগল নাই বালিকা প্রদত্ত শুষ্ক পুষ্প-মালা আজিও কণ্ঠচ্যুত করিতে পারিলে না!—তোমার ভালবাসা অবিনশ্বরই হউক, আর অমরই হউক, কিন্তু তুমি বড় ভ্রান্ত! একটা সামান্য শিশু, এক জন যোদ্ধার মস্তিষ্ক বিচলিত করিতে পারে পূর্ব্বে জানিতাম না।

"ভাই! আমি পাগল তাহা আমিও জানি, কিন্তু জানিনা কেন আমার সে মূর্ত্তি মনের প্রতি স্তরে আঁকিয়া গিয়াছে, বুঝি আর মুছিবে না, মুছিবার ক্ষমতাও নাই। সে ভাল না বাসে, না বাসুক, আমি আপনিই ভালবাসিয়া তৃপ্তি লাভ করিব; যখন ভাল বাসিয়াছি, তখন সে ভাল বাসিবে কি না সে চিন্তা করি নাই। এই শুষ্ক মাল্যই আমার জীবনের সম্বল, দুঃখে, যাতনায়—ইহাই আমার ভরসা। তাহাকে দেখিতে

চাহি না, পাইতে চাহি না,—কিন্তু তবুও এ চিত্ত তাহার—যাহা দিয়াছি তাহা ফিরাইতে পারি না। ভাই! আমার হৃদয় বড় দুর্ব্বল—আমার সে ক্ষমতা নাই!"

বসন্ত অবাক হইয়া প্রবোধের মুখ পানে চাহিলেন,—দেখিলেন, প্রবোধের নয়ন জ্যোতির্ম্ময় অথচ কটাক্ষহীন, মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনেক সময়ে পরির্ত্তনই পীড়ার উপশম করে। তাহার উপরে রীতিমত সুচিকিৎসা হইলে পীড়ার আরোগ্য বিষয়ে প্রায় আর কোন সন্দেহ থাকে না। প্রতিভা কলিকাতায় নীত হইলে হেমন্তকুমার উত্তম চিকিৎসক আনাইয়া রীতিমত চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। পীড়ার অবস্থা একটু কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু চিকিৎসকের গুণেই হউক অথবা পরিবর্ত্তন প্রভাবেই হউক, অল্পকালের মধ্যে সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, অচিরাৎ প্রতিভা রোগোন্মুক্ত হইয়া উঠিলেন।

রোগ দূর হইল বটে, কিন্তু শরীরে আদৌ বল নাই,—মনেও কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি নাই। এত যত্ন এত শুশ্রূষা, এত ঔষধ এত পুষ্টিকর অনুপান, সব যেন কোথায় যাইতেছে; শরীরে বলের লেশ মাত্র নাই, হাঁটিয়া দুই পা যাইবারও সামর্থ্য নাই। এমনি অবস্থায় দুই তিন মাস কাটিল, ভ্রাতৃজায়া, সহোদরা

ভগিনীর মত সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বিরক্তি নাই, কায় মনে আত্মকার্য্যে রত থাকিতেন, তবু প্রতিভা যেমন দুর্ব্বল তেমনি দুর্ব্বল—যেমন অস্থি কঙ্কাল সার—তেমনি রহিল, কিছুই পরিবর্ত্তন নাই—কিছুই উন্নতি নাই! বধূ প্রতিভার কাছে বসিয়া কত সান্ত্বনা বাক্য বলিতেন, কত সস্নেহে আশ্বাস দিতেন, আর ভয় নাই দুই তিন দিন পরেই বেশ বল পাইবে, মনে স্ফূর্ত্তি পাইবে, শরীর সারিয়া উঠিবে। কিন্তু অন্তরালে গিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। স্বামীকে পুনরায় সুচিকিৎসকের জন্য উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন, বধূ ভাবিতেন, বুঝি চিকিৎসা ঠিক হইতেছে না, চিকিৎসক রোগ বুঝিতে পারিতেছে না, নতুবা প্রতিভা এত দিন সারিয়া উঠিত।

ভার্য্যার উৎপীড়নে সুতরাং আবার অন্যান্য সুচিকিৎসক আনা হইল। সকলেই এক বাক্যে বলিল, আর কোন রোগ নাই, রোগের লক্ষণ মাত্র নাই, এখন কেবল পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, আর মনে স্ফূর্ত্তি পাওয়াও আবশ্যক। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ছিল না, এখন মন স্ফূর্ত্তি পায় কিসে তাহা লইয়াই কথা! চিকিৎসক বিশেষ দূরদর্শী ছিলেন, প্রতিভার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বলিয়া গেলেন, শারীরিক পীড়া গিয়াছে, এখন মানসিক পীড়া আছে, কোন দুশ্চিন্তায় ইহার শরীরে আদৌ বল সঞ্চার হয় না,—সে চিন্তা অপসারিত করা কর্ত্তব্য। বালিকার মনে দুশ্চিন্তা? ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ অবাক্ হইলেন। অবোধ বালিকার মনে কি এমন দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে? চিকিৎসক শরীর—তত্ত্ববিদ্—মর্ম্ম-তত্ত্ববিদ্ নহে,

মনের অবস্থা কি বুঝিবে?, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাধিই চিকিৎসকের আয়ত্তাধীন, কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয়ে চিকিৎসকের কি বোধাধিকার আছে? চিকিৎসাশাস্ত্রে মানসিক পীড়ার কথা আছে বটে, কিন্তু সে পীড়া কি শরীরের বহির্ভূত? মস্তিষ্কের পীড়াকেই চিকিৎসাশাস্ত্রে মানসিক পীড়া বলে, প্রতিভার সে পীড়া সম্ভবে না। হেমন্তকুমার সব কথা তলাইয়া বুঝিলেন না, বুঝিতে যত্নও করিলেন না। চিকিৎসকের কথা বিশ্বাস হইল না। বলিলেন, রোগ না থাকে উপযুক্ত ঔষধ ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা কর তাহাতেই বল পাইবে।

তাহাই হইতে লাগিল। কিন্তু বধূর মনে ডাক্তারের কথাটা বড় লাগিয়া গেল, প্রতিভার পূর্ব্বাপর অবস্থা যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই যেন সে কথা অটল হইয়া মনে বসিতে লাগিল। দুশ্চিন্তা? কিসের দুশ্চিন্তা? দুশ্চিন্তা কি সুচিন্তা যাহাই হউক — চিন্তা বটে, নহিলে অসুখের পূর্ব্বেও তাহার বাল্যের হাসি-হাসি-প্রীতি-প্রফুল্ল ভাব দেখিতে পাই নাই কেন? সদাই অন্যমনা, নির্জ্জন নিবাসে অনুরাগিনী; একি চিন্তার লক্ষণ নহে? চিন্তা বটে। কি চিন্তা? কিসের চিন্তা? বালিকা কোন্ চিন্তায় সদা নিমগ্ন থাকে? দেব কার্য্যে যাহার চিত্ত অনুরাগিনী, দেব সেবাই যাহার আনন্দ, তাহার হৃদয়ে কোন্ দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে? একি অনুরাগের লক্ষণ? বধূ চিন্তিত হইলেন,—ভাবিলেন, হইতেও পারে,—বয়সও ত হইল, হয় ত অভাগিনী কাহার সুন্দর মুখ দেখিয়া আত্মবলি দিয়াছে! বধূর ঔৎসুক্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ভরসা পূরিয়া প্রতিভাকে কোন কথা

জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন না। এক দিন সময় বুঝিয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসিবেন বলিয়া বুকে সাহস বাঁধিয়া প্রতিভার নিকট গিয়া বসিলেন,। এ কথা সে কথার পর বধূ বলিলেন,—

"তা তুমি এত ভাব কেন? আশা যে পূরে না, তা ত নয়, মানুষ চেষ্টা করলে কি না হয়? কিন্তু মনে মনে গোপনে গোপনে রাখ্‌লে আর আশা কেমন করে পূরবে বোন্? তোর কি হয়েছে আর কারুকে মুখ ফুটে না বল্‌তে পারিস্, আমার কাছে কেন বল্‌না! আমি যথার্থ বল্‌ছি—আমার কাছে ব'ল্‌লে কারুকে বল্‌বোও না অথচ যাতে তোর্ আশাটী পূরে তার আমি বিহিত চেষ্টা কর্‌ব।"

প্রতিভা শুষ্ক মুখে একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"কি প্রলাপ বক্‌ছ বউ? কি আশা করেছি, পূর্‌ল নাই বা কি, তুমি এত কথা কি বল্‌চ?"

এত গুলা কথা বাহির হইল বটে, কিন্তু বলিবার সময় প্রতিভার মুখ খানা বড়ই বিবর্ণ হইয়া গেল, বুক্‌টা বড়ই দুপ্ দুপ্ করিতে লাগিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

প্রতিভার মুখ ও তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া বধূ বুঝিলেন তাঁহার অনুমানের মূল আছে। তিনিও একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তবু আমার কাছে লুকাইতেছিস্? আমাকে বলিতে কোন দোষ নাই, আমার কাছে বল্ কি হয়েছে?"

প্রতিভা কেবল বলিল, "কিছু না।"

"কিছু না কেন বোন্, অবশ্যই কিছু আছে,—নতুবা তোমার মুখ এত ম্লান দেখি কেন? কতদিন ও মুখে হাসি দেখি নাই, এক বার হাসনা দিদি!"

প্রতিভা একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, মুখ খানি যেন অধিকতর বিবর্ণ হইয়া গেল।

বধূ কহিলেন, "প্রতিভা! দিদি আমার! আমার কাছে এত লজ্জা কেন বোন্? তোমার প্রতি নয়নক্ষেপ,—প্রতি ইঙ্গিত, যেন অকপটে বলিয়া দেয়, কোন গুপ্ত অনলে তোমার হৃদয় ভস্মীভূত করিতেছে! মিনতি করি, বল, তোমার কি হইয়াছে? কোন্ আশার নৈরাশ্য তোমার হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে—বল, যেমন করিয়া পারি তোমার অন্তরের বেদনা দূর করিব। নিঃশঙ্কে আমার কাছে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বল—আমি ভিন্ন আর কেহ সে কথা কখন জানিবে না, এ প্রাণ থাকিতে কখন তোমার নিকট অবিশ্বাসিনী হইব না।"

প্রতিভা মুখ খানি নত করিয়া বলিল, "বউ!"—আহা বালিকা আর বলিতে পারিল না, দর দর ধারে নয়ন বারি উচ্ছ্বলিত হইয়া কপোল, ওষ্ঠ, অংস, প্লাবিত করিল।

বধূ প্রতিভার আকার ইঙ্গিতে সমস্ত বুঝিলেন। বলিলেন, ছি দিদি! কাঁদিতে নাই, আমি সব বুঝিয়াছি, তার আর ভাবনা কি বোন্? তা' যা হোক্ এত দিন আমায় বলিস্‌নি কেন? তা হলে এ অনল পুষে কি এত দিন রাখ্‌তে হয়? তুই তাকে চিনিস্?"

প্রতিভা অস্ফূট স্বরে বলিল, "চিনি।"

"বাড়ী কোথা?"

"কাঞ্চন নগর।"

বধূর মাথা ঝনাৎ করিয়া উঠিল, আজি চারি বৎসরের

কথা একে একে সমস্তই মনে পড়িল, ঈষৎ হাসিয়া স্নেহ স্বরে কহিলেন,—

"তাই বলিতে হয়! তার জন্য এত ভাবনা কেন? তুই যেমন তারে ভাল বাসিস্, নিশ্চয় সেও তোরে তেমনি ভাল বাসে,—তুই তার চিঠি পত্র পাস্?"

"না।"

"হয়ত তুমি ছেলে মানুষ বলে, সে ভয়ে চিঠি পত্র দিতে পারে না,—যদি সে জান্‌তে পারে, তুই তার জন্যে পাগল হ'তে বসেছিস্ তা হলে কি সে এত দিন নিশ্চিন্ত থাক্‌ত?"

"বউ! আমার মত ত তিনি নিষ্কর্ম্মা নন, যে আমার কথা তিনি মনে করে রেখেছেন, তাঁর শত কাজ, তার ভিতর আমাকে কেমন করে মনে করে রাখ্‌বেন! হয়ত এত দিন তিনি ভুলে গিয়েছেন, আমার নাম পর্য্যন্ত তাঁর মনে নাই।"

"ভাই এক হাতে কি তালি বাজে? তুই তারে এত ভাল বাসিস্, আর সে অমনি ভুলে যাবে? তবে বল্‌তে পারিনে ভাই—পুরুষের মন, চকের উপর থাক্‌লেই ভালবাসা, একটু চোকের বার হলেই আর কেউ কারুর নয়!"

"তা যাই হোক—আমি আর বড় ভাবিনে, ভাব্‌তেও আর পারিনে,—বউ! কেন তোমরা আমায় বাঁচালে! আমি যে আর শরীর বহিতে পারিনে বউ, আমার যে আর কোন সুখ নেই, কোন আশা নেই, যাদের বেঁচে কোন ফল নেই, তাদের বাঁচ্‌বার কি দরকার বউ!"

"কেন দিদি ব্যাকুল হ'চ্ছ? এত দিন মুখ ফুটে কারুকে কিছু বলনি বলেই ত এত কষ্ট পেয়েছ, আর ভাবনা কি?

আমি তোমার চিত্তহারীকে ধরে এনে দিতে পাল্লেই ত হল?"

"যা কর বউ—দাদাকে যেন কিছু বলোনা, দাদা টের পেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব, এ কালা মুখ আর কারুকে দেখাব না।"

"ছি! পাগল হলি নাকি? আমাকে কি তোর বিশ্বাস হয় না? ওঁকেই বা এখন ব'লব কেন? বীরজার সঙ্গে আগে একটী পরামর্শ করি, সব কাজ গুছাইয়া তবে তাঁকে শুনাব। আমরা মেয়ে মানুষ হয়েছি বলে কি আমাদের কোন যোগ্যতাই নেই? কাল তাহাকে পত্র লিখিব, কি বলিব, কি করিব এখন তত কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই, বীরজার উত্তর আসিলে দেখাইব।"

প্রতিভা নীরব হইয়া রহিল। তখনও তাহার বুকের ভিতর কেমন যেন করিতেছিল, মনে হর্ষ বিষাদ, আনন্দ অবসাদ যুগপৎ ক্রীড়া করিতেছিল, মধুময়ী কল্পনার উত্তুঙ্গ শিখরে উঠিতে উঠিতে বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণ বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল।

পরদিন হইতে প্রতিভা যেন একটু করিয়া বল পাইতে লাগিল, অল্প কালের মধ্যে শরীরও বেশ সারিয়া উঠিল

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পূজার পর আর বড় দীর্ঘ ছুটী নাই, একেবারে বড়দিন। প্রবোধ ভাবিলেন, বড়দিনে এক বার মাতুলালয়ে যাইবেন। ক্রমে বড়দিনও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, কিন্তু মাতুলালয়

যাওয়া কোন প্রকারেই ঘটিয়া উঠিল না, ছুটীর দুই এক দিন পূর্ব্বে গোবিন্দপুর হইতে দিদির এক পত্র আসিল, তিনি তাঁহাকে বহু দিন দেখেন নাই, তাঁহার একবার বড় দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে, সম্মুখে বড়দিনের অবকাশ—এই অবকাশ মধ্যেই যেন তিনি নিশ্চয় গোবিন্দপুর আইসেন, দিদির বড় অনুরোধ। প্রবোধ ভগিনীর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে গোবিন্দপুরে যাইতে হইল।

অনেক দিনের পর ভগিনী ভ্রাতা, ভ্রাতা ভগিনীকে দেখিল, উভয়েই উভয়ের সন্দর্শনে আনন্দিত হইলেন। মাতুলালয়ে যাওয়া হইল না বলিয়া প্রবোধ কিছু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু ভগিনীর নির্ম্মল নিঃস্বার্থ স্নেহ, মধুর সম্ভাষণ, অলৌকিক যত্ন পাইয়া তিনি সমস্ত যেন ভুলিয়া গেলেন। কুটিল স্বার্থপর জগতে ভগ্নি-স্নেহ বড়ই মধুর ভগিনীর যত্ন, ভালবাসা অতুল অমূল। এমন নিঃস্বার্থতা আর কোথাও নাই। সে মধুর স্নেহ পাইয়া প্রবোধ অনপনেয় মধুর মুখ খানি পর্য্যন্ত যেন ভুলিয়া গেল।

প্রথম দিন নানা কথায় কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে ভগিনী গার্হস্থ্য কার্য্য সারিয়া প্রবোধের নিকট আসিয়া বসিলেন, এ কথা সে কথার পর বীরজা বলিলেন, "তুমি জগদ্ধাত্রী পূজার সময় মামার বাড়ী গিয়াছিলে ?"

" না আমি আর অনেক দিন যাই নাই, সেই তুমি বাড়ী থাকিতে পূজার সময় একবার সকলে মিলে গিয়াছিলাম, তার পর আর যাই নাই।"

" মামা মামী ভাল আছেন ত ? তাঁদের সংবাদ অনেক দিন পাই নাই, তুমি মামার চিঠিপত্র পাও ?"

"পাই—তাঁরা সব ভাল আছেন।"

"তুমি—প্রভাকে জান—আহা প্রভার যে অসুখ হয়েছিল, বাঁচবে ব'লে আর কারুর মনে ছিল না, হেমন্ত দাদা কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে কত চিকিৎসা করে—তবে এখন একটু সেরেছে।"

"প্রভা কে দিদি?"

"সেই ও বাড়ীর মাসীমার সেই ফুট ফুটে মেয়েটী,—আহা কেমন বুদ্ধি সাধ্যি মেয়েটীর—যেমন কাজ কর্ম্মে তেম্নি লেখা পড়ায়।"

"প্রতিভার কথা ব'লছ?—প্রতিভাকে আমি জানি। হ্যাঁ দিদি! প্রতিভা কত বড়টী হ'য়েছে? সেই ছেলেবেলায় তাকে দেখেছি, তার পর আর দেখিনি।"

কত বড়টী হয়েছে কেমন করে ব'লব দাদা! আমিও সেই দেখেছি, তবে মাঝে মাঝে তার চিঠি পত্র পাই। এমন চিঠি লেখে, খুব বিজ্ঞ বুড়ো মানুষেও তেমন গুছিয়ে লিখ্‌তে পারে না। আজ প্রায় ৩।৪ মাস আর তার চিঠি পাই নি, অসুখ হয়ে পর্য্যন্ত আর চিঠি দেয় নি, দেবে কে? যে অসুখ হ'য়েছিল, মরে বেঁচেছে!"

"কোথায় আছে?"

"তার দাদার কাছে—কলিকাতায়।"

"কলিকাতা—কোথায়?"

"ঠিক মনে নেই—বউদিদির চিঠিতে লেখা আছে,—দেখিবে?"

"না—আমার, আর দেখে কি হবে—হ্যাঁ দিদি! প্রতিভার

বিয়ে কোথায় হয়েছে ?—বিয়ে হলো আমাদের ত কাককে খবর দিলেন না ?"

" বিয়ে হয়েছে তোমায় কে বল্‌লে ? কই বিয়ে ত হয়নি,—বিয়ের বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যারামের জন্যই ত দিতে পাচ্ছেন না। এইবার একটু সেরে উঠ্‌লেই বিয়ে দেবেন।"

" কোন্ খানে সম্বন্ধ হয়েছে ?"

" হয়ে থাক্‌বে কোন খানে—তা কেমন করে জান্‌ব ?"

প্রবোধ আর উত্তর করিলেন না,—যেন অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। পরে ধীরে ঈষৎ কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, " হ্যাঁ দিদি ! প্রতিভার কি অসুখ হয়েছিল ?"

" কি অসুখ হয়ে ছিল—তাত ঠিক জানি না—শুনিয়াছিলাম জ্বর, কাশি, আরো কি মাথার ব্যারাম হয়েছিল।"

প্রবোধ আর কোন কথা কহিলেন না,—সহসা প্রকৃতির যেন একটা ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল,—মুখ খানি যেন কিছু বিষণ্ণ হইয়া গেল, নির্ব্বাক হইয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বীরজা কহিলেন,—" প্রবোধ ! বাবা নাকি তোমার শীঘ্র বিয়ে দেবেন ?"

" কই—তা আমি কিছু শুনিনি, এখনি বিয়ে কেন—পড়া শুনা হয়ে যাক্ তার পর সে কথা, এখনি বিয়ের জন্য তাড়াতাড়ি কি ?"

" কেন, বিয়ের কি আর বয়েস্ হয় নি ? ওবাড়ীর বড় দাদার তোমার চেয়েও যে ছোট বেলায় বিয়ে হয়ে ছিল, বিয়ের পরেও ত তিনি দু'টো পাস ক'ল্লেন। মাকে আমি লিখিব, আমি প্রবোধের জন্য একটী মেয়ে ঠিক করে রেখেছি, মেয়েটী খাসা

যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী ও গুণবতী, লেখা পড়া কাজকর্ম্মে সকল দিকেই ভাল, তেমন মেয়ে দেখা যায় না—মাকি অমত ক'র্‌বেন ?"

" আমি তা জানি না, আমাকে ও সব কথা বল'ছ কেন ? আমি যদি বিয়ে না করি, কে বিয়ে দিতে পারে ? আমি বিয়ে করিব না।"

" এই বুঝি লেখা পড়া শিখে বুদ্ধি হ'চ্ছে ? বাপ, মা, দিদি, দাদা যা করেন, তার উপর কথা কহা কি সুবুদ্ধিমানের কাজ ? তাঁরা ভাল বুঝেই ত ক'চ্ছেন, তোমার তাতে অমত করা কি উচিত ?"

প্রবোধ অধোমুখে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। বীরজা কহিলেন,—

" তুমি প্রতিভাকে ছেলে বেলায় দেখেছ, মেয়েটী কি মন্দ, তখন থেকেই আমি মনে মনে কত আশা করে আস্‌ছি, তুমি বড় হও, সেও বড় হোক, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব, আমি ভাল বলিয়াই এরূপ আশা করিয়াছিলাম। আমার ইচ্ছা কি পূর্ণ হইবে না ?"

প্রবোধ এবারেও কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল, সহসা একবার দিদির মুখের দিকে চাহিয়া যেন কিছু সঙ্কুচিত ভাব আবার মস্তক নত করিলেন।

বীরজা পুনরপি কহিলেন,—

" প্রবোধ আমার কথায় উত্তর দিলে না ?—তোমার মত লওয়া প্রয়োজন বলিয়াই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সম্মত নও ?"

প্রবোধ ধীর কণ্ঠে যেন অন্যমনা হইয়া বলিলেন,—"আমার মতামতের প্রয়োজন নাই। আপনাদের যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন, আমি আজি হইতে আত্ম-বিষয়ে আর কোন মতামত দিব না।"

বীর। "কেন দাদা? রাগ করিলে? তোমার যদি একান্তই অনভিমত হয়,—উত্তম কথা, আমি ঐ বিবাহের প্রস্তাব করিব না, তুমি যখন ভাল বুঝিবে তখন বিবাহ করিও। তবে কন্যাটী ভাল বলিয়াই, আমি প্রস্তাব করিতেছিলাম,—তোমার অনিচ্ছায় গলগ্রহ করিয়া দিতে কাহারও সাধ নাই।"

প্রবোধ দেখিলেন, দিদি কিছু দুঃখিত হইয়াই এত কথা বলিলেন। তিনি যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহার সফলতা ত প্রবোধের একান্ত প্রার্থনীয়, কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ,—কেমন একটা লজ্জা আসিয়া যেন কণ্ঠ রোধ করিতেছে,—আবার একটা অলীক সন্দেহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়াছে; প্রবোধ প্রস্তাব শুনিয়া কিছু ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন, দিদি কি হৃদয়ের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন? তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়াই কি বারির ব্যবস্থা করিতেছেন! দিদি ত সর্ব্বজ্ঞা নহেন—এ রহস্য কেমন করিয়া উদ্ঘাটন করিলেন? প্রবোধ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"রাগ করিব কেন দিদি—আপনারা যাহা আদেশ করিবেন আমার তাহা অবহেলা করা কর্ত্তব্য নয়,—যাহা আদেশ করিবেন আমার শিরোধার্য্য, আমার মতামতের অপেক্ষা কি? যাঁহারা আত্মীয় ও গুরুজন তাঁহারা অন্যায় আদেশ বা অহিত কামনা করেন না, আমার সে বিশ্বাস আছে—আপনাদের কার্য্যের উপর আমার কোন বক্তব্য নাই।"

বীরজা আনন্দিত হইলেন, সহর্ষে প্রবোধকে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন, "আমি জানি, তুমি দিদিকে যে ভাল বাস, দিদির কথা অবহেলা করিবে না,—তোমার মত সুবোধ ভাই যেন জন্ম জন্ম পাই, তুমি রাজা হও, আমি রাজ ভগিনী বলিয়া আত্ম-সম্মান করিব। আজি পাঁচ বৎসর ধরিয়া আশা করিয়া আসিতেছি প্রতিভার সহিত তোমার বিবাহ দিয়া তৃপ্তি লাভ করিব, এত দিনের সঞ্চিত আশা বিনষ্ট হইলে প্রকৃতই হৃদয়ে আঘাত পাইতাম! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমিত ইচ্ছা পূর্ব্বক এ বিবাহে সম্মতি দান করিতেছ?"

প্রবোধ মৃদু হাসিলেন, সে হাসি বীরজা দেখিতে পাইলেন না, মস্তক নত করিয়া ধীর কণ্ঠে কেবলমাত্র বলিলেন, "হাঁ।"

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার হৃদয়ে কত কি অসংলগ্ন কথা—কত কি অপূর্ণ ভাব উঠিয়া চিত্তটা কিছু উদ্বেলময় করিয়া তুলিল। বিবাহ হইবে, তিনি আন্তরিক সুখী হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সুখী হইবে কি? বাল্যের সরলতাপূর্ণ মধুময় ভাব আবার তাহাতে দেখিতে পাইবেন কি? তিনি আপনি যেন সুখী হইলেন, কিন্তু সে সুখী হইবে কিনা কেহ ভাবিয়াছে কি? তাহার চিত্ত কেমন একবার দেখিতে ইচ্ছা করে! কিন্তু তাহার উপায় নাই। ভগবান যাহা করিবেন তাহাই হইবে,—তিনি ভাবিবার কে?

প্রবোধ এইরূপ কত কথা ভাবিতে লাগিলেন,—কিন্তু সে চিন্তার ভিতর কেমন একটা উল্লাস অনুভব করিতেছিলেন—তেমন আনন্দ প্রবোধ আর কখন লাভ করেন নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রবোধের ছুটী ফুরাইয়া আসিল, তিনি দিদির নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

প্রবোধের সম্মতি পাইয়া বীরজা বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মাতাকে এক পত্র লিখিলেন। কলিকাতায় বউ দিদিকেও সমস্ত বিবরণ সহ পত্র দিলেন। পত্র পাইয়া বধূ বিশেষ সুখী হইলেন, সে পত্র প্রতিভাও দেখিল। পত্র পাঠ করিয়া প্রতিভা আনন্দাশ্রু আর রাখিতে পারিল না, ভ্রাতৃজায়ার ক্রোড়ে মাথা লুকাইয়া, অজস্র বারিপাতে বক্ষ ভাসাইয়া দিল। বধূ জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কি লো! এমন আনন্দের সময়ে কাঁদ্‌তে বস্‌লি কেন?"

প্রতিভা মস্তক তুলিল, অঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা করিল, বলিল, "বউ! আমার যেন সকলই স্বপ্ন বোধ হ'চ্চে, আমার যেন বিশ্বাস হ'চ্চে না, সত্য কি বউ এ বীরজা দিদির লেখা?"

"তবে এ কার? আমি কি তোমার সহিত প্রবঞ্চনা কর্‌ছি! তুমি কি বীরজার লেখা চেন না?"

"বীরজা দিদির লেখা চিনি না—খুব চিনি। তিনি যেন ব'ল্লেন, কিন্তু বউ! তাঁর মা বাপ যদি সম্মত না হন? তবে কি হবে বউ?"

বধূ তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "তুই যেন কি? কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, কেবলি সন্দেহ। বীরজা যাতে হাত দিয়েছে, আমি যার ভার নিয়েছি, তার একটা শেষ না ক'রে আর আমরা ছাড়'ব না। তুমি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে থাক দিদি,—

আর কোন ভয় নেই, এমন মেয়ে এমন ঘর—পেলে ত লোকে বেঁচে যায়! এক ছেলে ভাল ব'লে, অধিক দাওয়া কর্‌বে, তা করুক—যা চায় আমি নিজে দিব, তা হলেই ত হইল!"

প্রতিভা ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিল, পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"বউ! এ হতভাগিনীর জন্য তোমার কতই কষ্ট হ'চ্চে—কেন বউ এমন মন হ'ল! ভুল্‌তেও ইচ্ছা করে না, মনে রেখেও দারুণ কষ্ট। আমি একা কষ্ট পেয়েই যদি এ কষ্টের অবসান হ'ত, তা হলেও এ কষ্টকে সুখের ব'লে মনে কর্‌তে পার্‌তাম, কিন্তু আমার জন্য সকলেরই কষ্ট কেন হয়! বউ। আমি যেন অকূল সমুদ্রে ভাস্‌ছি, কূল কিনারা পাইনে, এমন ক'রে আর যে দিন কাটে না। এর চেয়ে যদি আমি না বাঁ'চ্‌তাম, আমার পক্ষে ভাল হ'ত। আর কিছুদিন ভাব্‌লেই এবার নিশ্চয় পাগল হব।"

বধূ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—

"পাগলই বা হবি কেন,—ভাবিবিই বা কেন? তোর যত অনাসৃষ্টি! ভাল যেন আর কেউ কখন বাসে না! এত তপ, জপ করিস্‌, শিব পূজা নিয়েই আছিস্‌, নামের মালা সার হয়েছে, তবুও মন সুস্থির হয় না—তবুও এত চঞ্চল! দেবতার নামে সকল অশান্তি দূর হয়—তোর এ বিপরীত ভাব কেন?"

প্রতিভা ক্ষণেক ম্রিয়মান হইয়া রহিল, পরে কহিল, "বউ তুমি ঠিক বলেছ, ভগবানের নামে হৃদয় পবিত্র হয়, অশান্তি দূর হয় সত্য—কিন্তু আমার সে অটল বিশ্বাস, ভক্তি কই? মুখে হরিনাম করি, কিন্তু—চিত্ত কি ভগবানের দিকে থাকে?

হয়? তা' হ'লে আর এ যন্ত্রণা পাব কেন বল? ভয়ে, উদ্বেগে, আশঙ্কায় সর্ব্বদা হরি হরি করি, নারায়ণকে তুলসী দিই, শিব পূজা করি, কিন্তু—অন্তরে সে ভক্তি, বিশ্বাস কই?"

"ভাই! আমরা সংসারী, মায়া মোহে জড়াইয়া ঘুরিতেছি,—সংসারের সকল কাজই করিতে হইবে—সংসারী সংসারের কাজ করিতে বাধ্য, তাহার ভিতর যদি ভগবানের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে আমাদের এই সকল অকারণ চিন্তা, অনর্থক উদ্বেগ লয়ে জীবনটাকে দুঃসহ যন্ত্রণাময় ক'রে কাল কাটাতে হয় না। আমরা আপনার দোষেই আপনার ক্লেশের সৃষ্টি করি, পরের কর্ত্তৃত্ব আমরা নিজের হাতে লইয়াইত ইচ্ছা করিয়া যন্ত্রণাকে ডাকিয়া আনি। জানি, ভগবান যাহা করিবেন, তাহাতে মানুষের হাত নাই, যাহা করিতেছেন, মানুষের মঙ্গলের জন্যই করিতেছেন, তবে মানুষ হাঁপাইয়া মরে কেন? তুমি জান, তোমার চিন্তার শেষ নাই—সীমা নাই, চিন্তা করিয়াও কিছু উপায় করিতে পারিবে না, তবু অনর্থক ভাব কেন? কেবল ফুল, বিল্বদলে দেবতার পূজা করিলেই সব হয় না, দেবতার পদে সুখ দুঃখ ঢালিতে পারিবি?"

প্রতিভা ক্ষণেক চিন্তিত হইল, বলিল,—"পারিব।"

"ভগবান যাহা করিবেন, তাহাই ন্যায়গত, সত্য ও মঙ্গলময়—এমন বিশ্বাস হৃদয়ে পুষিতে পারিবি?"

বালিকা আবার ক্ষণেক চিন্তা করিল,—বলিল—"হাঁ, পারিব।"

"তবেই আজি হইতে সুখী হইতে পারিবি—সংসারে

থাকিলে সংসারীর যাহা প্রয়োজন তাহা পাইবি—যখন সংসারে আর প্রয়োজন থাকিবে না—তখন যাহা প্রয়োজন তাহাও পাইবি। কিন্তু, কেন তুমি ভগবানের উপর আত্ম-নির্ভর করিবে? কি উদ্দেশ্য ধরিয়া বুক বাঁধিবে?"

"সুখ!"

"কেমন সুখ?"

"চিত্তের সুস্থিরতা—বিমল আনন্দ।"

"আর কিছু?"

"আর কি?—খুঁজিয়া পাই না—আর কি হইতে পারে?"

"গুরুর মুখে শুনিয়াছি, ভগবানের প্রতি আত্ম-নির্ভর সকাম ও নিষ্কাম দুই প্রকারের আছে, কিন্তু তত কথা আমি বুঝিতে পারি না। আমি বুঝি, মানুষ পৃথিবীতে এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা স্বীকার করিয়া একটী মাত্র আশ্বাসিত বিষয়ের দিকে চাহিয়া দিন যাপন করে—সেইটী সুখ। সে সুখ নির্ম্মল ও পবিত্র এবং ক্ষণস্থায়ী না হইয়া চিরস্থায়ী হওয়াই প্রয়োজন। সে সুখ যাহাতে আছে তাহারই অনুষ্ঠান কর। ভগবানে চিত্ত সমর্পণেই সে সুখ লাভ হইবে। সুখের জন্য ভগবানে আত্ম-নির্ভর এবং আত্ম-নির্ভরই সে সুখের উপায় এই মাত্র বুঝি। সে আত্ম-নির্ভরে পরিণামে সুখই হউক বা দুঃখই হউক ভাবিবার প্রয়োজন নাই। তিনি মঙ্গলময়—মঙ্গলই তিনি করিবেন, এই মাত্র বিশ্বাস থাকিলেই হইল।"

"ভগবানের প্রতি আত্ম-নির্ভরে সুখ আছে কি না তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? আপাততঃ যাহার দিকে চিত্ত গিয়াছে

তাহার চিন্তা ও তাহাতেই আত্ম-সমর্পণই আমি প্রকৃত সুখ বলিয়া মনে করি—তবে আমি তাহাতে ক্ষান্ত হইব কেন?”

“উত্তম কথা যদি তাহাই প্রকৃত সুখ হয়, তবে সে সুখ লাভের প্রথম অবস্থা এত যাতনাময় কেন?”

“কষ্ট ভিন্ন কোন সুখই কি লাভ হয়? সিদ্ধির পূর্ব্বে সাধনা চাই, কোন্ সিদ্ধ বস্তু কঠোর সাধনা ব্যতীত লাভ হইয়াছে?”

“সে কথা সত্য, কিন্তু সাধনার কঠোরতা ও ক্লেশ এ অহর্নিশ দারুণ জ্বালা—প্রাণঘাতী মর্ম্মবেদনার তুল্য কি? আরো এক কথা, যে সুখের জন্য এখন লালায়িত হইতেছ, সে সুখ কি চিরস্থায়ী? ক্ষণভঙ্গুর সুখের জন্য কি মানুষ লালায়িত? না; তাহা হইলে মানুষ সুখের আশায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে হস্তক্ষেপ করিত না। তাই বলিতেছিলাম, যাহা প্রকৃত সুখ তাহারই অনুষ্ঠান কর, ভগবানে আত্ম-নির্ভর কর, বৃথা শোক দুঃখে কাতর হইতে হইবে না। যাহার চিত্ত যে ভাবে গঠিত, ভগবান মনুষ্যকে সেই পথ দিয়া লইয়া যান। যত দিন চিত্ত দুর্ব্বল থাকে, তত দিন মনুষ্য সংসারের ধূলা খেলা করে, পরে চিত্তের সবলতার সহিত সে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বিষয়ে—ক্রমে উচ্চতর বিষয়ে চিত্তার্পণ করিতে সক্ষম হয়।”

“যদি তাহাই হইল, তবে পূর্ব্বে সংসার সেবা না করিয়া কি রূপে ভগবানে চিত্ত ঢালিব? সংসার সুখে বীতস্পৃহ না হইলে ত আর অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাবে চিত্ত আকর্ষিত হইতে পারে না তবে আমি কেমন করিয়া পূর্ব্বেই ভগবানে আত্মসমর্পণ করিব?”

“ভগবানে আত্মসমর্পণ মনুষ্যের শেষ কার্য্য। যিনি পারেন,

তিনি ধন্য, আমি পূর্ব্বেই আত্ম সমর্পণ করিতে বলিতেছি না, আমি ভগবানে আত্ম-নির্ভর করিতে বলিতেছি। ভগবান্‌ যাহা করেন তাহাই হয়, তিনি দয়ার সাগর—করুণার নিলয়—জগতের প্রতি কার্য্যই ঈশ্বরের করুণ হস্তের লীলা মাত্র, এই মাত্র বিশ্বাস স্থাপিত করাকেই আমি ভগবানে আত্ম-নির্ভর বলি, তুমি এই সাধনায় দীক্ষিত হও, পরে গুরুদেবের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিব, আর যাহা করিতে হয়, তিনি ব্যবস্থা করিবেন।"

প্রতিভা স্থির ভাবে ক্ষণেক আপন মনে কি চিন্তা করিল, পরে বলিল, "আমি ইহাই করিব—তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই আমার শ্রেয়ঃ। আমি এ মহা সাধনায় দীক্ষিত হইলাম।"

দশম পরিচ্ছেদ।

বধূর ইচ্ছা ক্রমে হেমন্তকুমার প্রবোধের পিতাকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পত্র দিলেন। যথা সময়ে উত্তর আসিল। পত্র পাঠ করিয়া হেমন্ত কুমার দুঃখিত হইলেন মাত্র, কিন্তু বধূ সে পত্র পাইয়া মর্ম্মান্তিক ক্লিষ্ট হইলেন,—প্রতিভাও শুনিল, কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ সংবাদ পাইলে প্রতিভা যে রূপ ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইত, আজি তাহার কিছুই হইল না, সে অটল অচল ভাবে পত্রখানি পাঠ করিল, একটী মাত্র শ্বাসও বাহির হইল না—মুখকান্তি কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না! যে সাধনায় প্রতিভা ব্রতী হইয়াছিল, সে মহান্ সাধনা বলে—অমিত সংযমশীলতা গুণে,

সে সংবাদে প্রতিভার কেশ মাত্র বিচলিত হইল না। ভগবান যাহা করিবেন, মনুষ্য তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া কি করিবে? প্রবোধ তাহার স্বামী হইলে প্রতিভা সুখী হইত বটে, তাহার ইহ-সঞ্চিত আশা ফলবতী হইত বটে, কিন্তু তাহা হইবে না বলিয়া প্রতিভা কিছু মাত্র দুঃখিত হইল না, যাহা ঘটে ঘটুক, যাহা হইবার হউক, প্রতিভা সে বিষয়ে আর চিন্তা মাত্র করিল না। পার্থিব সুখ-দুঃখ-বোধ চিন্তার বিকার মাত্র, প্রতিভা হৃদয়ের সহিত প্রতি নিয়ত যুঝিয়া বহু কষ্টে এ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিয়াছে। বধূ দেখিলেন, প্রতিভা এ সংবাদে কিছু মাত্র বিচলিত হয় নাই, তাঁহার উপদেশের এত উপাদেয় ফল ফলিবে, এত অল্প কালের মধ্যে প্রতিভা এত আত্ম-সংযম করিতে পারিবে, বধূ কখন আশাও করিতে পারেন নাই; আজি প্রতিভার অলৌকিক ভাব দেখিয়া বধূ বিস্মিত হইলেন। বালিকা কেমন করিয়া আপনা খোয়াইয়া প্রাণের প্রাণ বলি দিল,—চির-সঞ্চিত আশার মূলে কুঠারক্ষেপ করিল, কেমন করিয়া অশান্ত হৃদয় এমন করিয়া সংযত করিল, বধূ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। গুরুদেবের মহান্ উপদেশে যে সাধনার সফলতায় বধূর এক বর্ষ কাল লাগিয়াছিল, প্রতিভা কয়েক সপ্তাহমাত্র কাল মধ্যে সে সাধনায় কেমন করিয়া ফল লাভ করিল, বধূ কোন প্রকারেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ প্রতিভা আত্ম সংযম করিতে পারিয়াছে কি না বধূ বিবিধ উপায়ে তাহার পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। এক দিন কথায় কথায় বধূ কহিলেন,—

"ভগিনি! বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তোমার আশা পুরাইতে

পারিলাম না বলিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছি, কি করিব, যদি অর্থের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হইত—করিতে পারিতাম, তাহারা অপরকে কথা দিয়াছে, সুতরাং আমাদের সহস্র অনুরোধেও তাহারা স্বীকৃত হইবে না। তবে এক উপায় আছে, কৌশলে অনেক কার্য্যই সাধিত হয়, যদি বল, কোন গুপ্ত কৌশলে নিযুক্ত হই—তাহাতে যে নিশ্চয় সফল হইব, তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি।"

প্রতিভা বধূর মুখের দিকে চাহিল,—সে দৃষ্টি রোষ, ক্ষোভ ঘৃণা সূচক—বধূ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

প্রতিভা সে দৃষ্টি বিনত করিয়া ঈষৎ তীব্র স্বরে বলিল,—"বউ! কি বলিতেছ, ছলনায়, কৌশলে তুমি কার্য্য উদ্ধার করিবে? এক দিন যাহার মুখে ভাগবৎ কথা শুনিয়া আত্ম-তৃপ্তি-লাভ করিয়াছি, আপনাকে ধন্য ভাবিয়াছি, যাহার সদুপদেশ মাত্র গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের দুর্দ্ধর্ষ বৃত্তির বিষদন্ত উৎপাটন করিয়াছি, যাহার সুচরিত্র—পবিত্র জীবন আমার এক মাত্র লক্ষ্য, তাহার রসনা এমন কুৎসিৎ কথা ব্যক্ত করিবে আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই! বউ! নিশ্চয় তুমি আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছ, গুরু দেবের কথা স্মরণ কর, আপনার দিকে চাহিয়া দেখ, তুমি কে, তোমার কার্য্য কি! তুমি কি আমার মন পরীক্ষা করিতেছ? পরীক্ষার কি আছে বউ? পাপিনী আবার কোন্ কালে সদ্বুদ্ধি পায়! কিন্তু প্রতিভাকে এত নীচমনা ভাবিওনা, যে স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য সে কৌশলচক্র পাতিতে পারে! বউ! আমি পাষাণ নহি, মানসিক বৃত্তি গুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করি নাই, কেহ করিতেও পারে না, প্রবোধকে কি আমি ভাল বাসিনা,

বাসি, এত ভাল বাসি, যে আমার বোধ হয় তত ভালবাসা মানুষে বাসিতে পারে না, কিন্তু বুঝি, এটা মনের দুর্ব্বলতা মাত্র, তাই মনের সহিত যুঝিতেছি, ভগবান পাপীকে ঘৃণা করেন না, এক দিন এ দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিবেন, তিনি মঙ্গলময় তিনি যাহা করিবেন, তাহাতেই আমার মঙ্গল হইবে। তোমার মুখেই এক দিন শুনিয়াছিলাম, ভগবান যাহা করেন তাহাই হয়, আবার তুমিই তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইতেছ! কি জানি তোমার কি প্রকৃতি, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না!”

বধূ হা হা করিয়া হাস্য করিয়া গৃহ হইতে পলাইয়া গেলেন। প্রতিভা অবাক্ হইল, কিছু অপ্রতিভ ও হইল, এতক্ষণে ভ্রাতৃজায়ার উদ্দেশ্য যেন কতক বুঝিতে পারিল।

পর দিন বধূ গুরুদেবকে সংবাদ পাঠাইলেন; গুরুদেব স্থানান্তরে ছিলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই কলিকাতায় আসিয়া পঁছছিলেন। তিনি অচিরাৎ শিষ্য গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হেমন্তকুমার সস্ত্রীক দীক্ষিত হইয়া ছিলেন, গুরুদেবের শুভাগমনে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন, কিন্তু কিছু বিস্মিত হইলেন, গুরুদেব ক্বচিৎ কখন আগমন করেন, বিশেষ কোন কায কর্ম্ম ভিন্ন তাঁহার আসাই ঘটে না, তবে কখন মনের কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, তিনি আপনি উপস্থিত হন বটে, কিন্তু এখন ত মন বেশ সুস্থ, শান্ত, স্থির আছে—তবে তাঁহার সহসা পদার্পণ হইল কেন? পত্নীর কি কোন রূপ মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে? তাহা হইলেও ত তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন! হেমন্তকুমার কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, গুরুদেবকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, মনে করিলেন,

যে কোন কারণই হউক সময়ে জানিতে পারিবেন, তবে ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি।

বধূ সুমতী দেবীর সহিত গুরুদেবের সাক্ষাৎ হইল। সুমতী দেবী গুরুদেবের পদ বন্দনাদি করিয়া ধীর ভাবে সঙ্কোচে এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। গুরুদেব জিজ্ঞাসিলেন, "হ্যাঁ মা! এত ব্যস্ত হইয়াছিলে কেন? আমি সকলি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এখনো বিলম্ব আছে, এজন্য আমি অপেক্ষা করিতেছিলাম, তুমি বড় ব্যস্ত হইয়াছ বলিয়া আমায় আসিতে হইল, চিন্তা নাই, সকলি হইবে. দেবী প্রতিভা বালার সুকৃতি আছে, শ্রীকৃষ্ণে মতি হইবে, ভক্তি প্রেম লাভ করিবে! মা! একি ব্যস্ততার কাজ, সকলি সময়-সাপেক্ষ। জীবন কর্ম্মফলে গ্রথিত, যদি সংসারে প্রয়োজন না থাকিবে, ভগবান এ সংসারের ব্যবস্থা করিতেন না, সংসারীর সংসারধর্ম্ম প্রয়োজনীয়। তুমি যে উপায়ে প্রতিভার চিত্ত গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, সে সুন্দর উপায় নহে। এখন তাহার কোমল মন, কোমল বয়ঃ, এ অবস্থায় তাহাকে নিস্পৃহ করিতে গেলে, পরোক্ষে কার্য্য হানির সম্ভাবনা। সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াই তাহাতে আশক্তি শূন্য হওয়া প্রয়োজন, নতুবা সম্যক্ ফল লাভ হয় না। যে সংসারী নহে, সে ত সাংসারাসক্তি শূন্য হইতেই পারে, তাহা হইলে তাহার জীবনের প্রকৃত গঠন কি রূপে হইবে? তাই আমি প্রতিভাকে পূর্ব্বে সংসার প্রবেশের পরামর্শ দিই, তৎপরে ভগবৎ কৃপায় আপনি বিযুক্ত হইবে"

সুমতী গললগ্নীবাসে বিনীত ভাবে কহিলেন, "ভগবন্! আপনি যাহা কহিলেন, তাহাতে আমার কি কথা থাকিতে

পারে? আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহাই শিরোধার্য্য। আমি বালিকার অন্তর্জ্বালা দেখিয়াই, ব্যস্ত হইয়া সহসা তাহার চিত্ত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, আপনার পরামর্শ লইবারও অবসর প্রতীক্ষা করি নাই, তজ্জন্য দাসীকে ক্ষমা করিবেন। এখন দেখিতেছি, হিতে বিপরীত ঘটিয়াছে, বালিকা এতদূর দৃঢ়ব্রতী, ধৈর্য্যশীলা, এত ভক্তিমতী বিশ্বাসবতী আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, নতুবা এ সম্বন্ধে তাহাকে কোন কথাই বলিতাম না। অথবা ভগবানের ইচ্ছাই তাই। তাহার জীবন প্রস্তুত ছিল, একটী ইঙ্গিতে প্রবোধিত হইয়াছে। যাহাই হউক, এখন যাহা করিতে হয় আপনি করুন, আমি নিশ্চিন্ত হই।"

গুরুদেব কহিলেন,—

"মা! প্রতিভা কোথায়? তাঁহাকে আমার নিকট আসিতে বল, আমি তাঁহার সহিত দুই একটী কথা কহিব। অন্ধ, পথভ্রষ্ট, মুগ্ধ সংসারীর ভিতর এরূপ উন্নতমনা, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বালিকা বড়ই আদরের সামগ্রী। আমি বহু স্থান, বহু জনপদ, বহু নর নারী দেখিয়াছি, কিন্তু এত কোমল বয়সে এরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী, এরূপ ধর্ম্মানুরতা প্রকৃত জ্ঞানবতী রমণীর কথা শুনি নাই, তুমি তাহাকে লইয়া আইস।"

সুমতী দেবী প্রতিভাকে লইয়া আসিলেন, প্রতিভা আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিল। গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্ষণেক স্থির দৃষ্টিতে প্রতিভার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন, পরে কহিলেন, "মা! তুমি অতি ভাগ্যবতী। তোমার অশেষ গুণ তোমারই যোগ্য। মা! তুমি ব্যস্ত হইওনা, ভগবান তোমার প্রতি বড়ই

সুপ্রসন্ন, কিন্তু তোমার সংসার প্রকৃতি, তোমায় সংসারী হইতে হইবে। দেখিতেছি তুমি অবিবাহিতা, তোমার বিবাহ প্রয়োজন। কিছুকাল সংসার লইয়া থাক, তৎপরে আমিই আবার আসিয়া তোমার যা ব্যবস্থা, তা বলিয়া যাইব।

প্রতিভা সঙ্কুচিত ভাবে মস্তক নত করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথাই কহিল না।

গুরুদেব পুনরপি কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই, সংসারী হইলেই যে, সে সংসারে মগ্ন হইয়া পড়ে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু সংসারে লিপ্ত হইব না বলিয়া যে সাংসারিক কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা হইলেও সংসারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, বিধিমতে, প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সংসারের সমগ্র কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। গৃহ কার্য্য, রন্ধন, দেব সেবা, গো সেবা, গুরুজনে অনুগত ও শ্রদ্ধাবতী, মিত-ব্যয়িতা, আতিথ্য পালন প্রভৃতি সংসারে গৃহিনীর কার্য্য। স্বামী যেমনই হউন, সর্ব্বদা প্রসন্নময়ী থাকিয়া তাঁহার কার্য্যানুবর্ত্তিনী হওয়া ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই সাধুশীলা গৃহিনীর কর্ত্তব্য। ভ্রমেও কাহাকে পৌরুষ কথা কহিতে নাই। আত্মীয় গণকে ভ্রাতার ন্যায় ও আত্মীয়া গণকে ভগিনী নির্ব্বিশেষে যত্ন, শ্রদ্ধা ও মমতা করিবে। বিনয় ও কার্য্য কুশলতা সংসারীর প্রধাণ গুণ। তদ্বিষয়ে যেন ঘুণাক্ষরেও ত্রুটী না থাকে। আলস্য সকল সৎকার্য্যের অন্তরায়। দীর্ঘসূত্রতা ও আলস্যে কখন সময়ক্ষেপ করিবে না। অতুর, দীন, দুঃখী দরিদ্রে আপন অবস্থা বুঝিয়া যথাসম্ভব দান করিবে। কোন প্রকারে কাহার মনে ক্লেশ দেওয়াই পাপ, সকলকে সুখী করাই ধর্ম্ম—

এই কথাটী স্মরণ করিয়া রাখিলেই তুমি নির্ব্বিঘ্নে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে পারিবে। পরে সময় মতে আমি আবার আসিয়া দর্শন দিব।”

প্রতিভা স্থির মনে সকল কথা শুনিয়াছিল, গুরুদেবের কথা সাঙ্গ হইলে বিনীত ভাবে আবার প্রণত হইল, গুরুদেব প্রতিভার মস্তক স্পর্শে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, “বৎসে! ভগবান তোমার মঙ্গলই করিবেন, তুমি নিশ্চিন্ত-চিত্তে অবস্থান কর! জন্ম জন্মান্তর পরিভ্রমণের পর, সুকৃতি বলে, এজন্মে এমন শুদ্ধ শান্ত চিত্ত লাভ করিয়াছ, এজন্মেই তোমার জীবনের শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যে কিছু দুষ্কৃতি ছিল, জীবনের উন্মেষোন্মুখ অবস্থাতেই তাহার কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়াছে, অপরাংশ সংসার প্রবেশ করিলেই অপসারিত হইবে।”

প্রতিভা বধূর দিকে চাহিয়া ধীর কম্পিত কণ্ঠে কহিল, “সংসার প্রবেশ না করিলে কি সে দুষ্কৃতি খণ্ডণ হইবার আর কোন উপায় নাই?”

গুরু। “না মা! এই প্রকৃষ্ট পথ। ভগবান তোমার চিত্ত পরিশুদ্ধির এই এক মাত্র পথ ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমি কি করিব মা? তোমার বিবাহিত হওয়া প্রয়োজন, তাহাতে দ্বিমত করিও না, তিক্ত ঔষধে যদি ব্যাধি নিষ্কাষিত হয়, তবে তাহা গ্রহণে ক্ষতি কি?”

প্রতিভা যেন কি বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে পারিল না, লজ্জায় কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল; অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

গুরুদেব কহিলেন,—

"বল মা, কি বলিতেছিলে বল। আমার নিকট লজ্জা কি? তোমার যে কোন বক্তব্য থাকে, নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট ব্যক্ত কর। ইহাতে লজ্জার বিষয় কিছুই নাই।"

সুমতী দেবী প্রতিভাকে কহিলেন, "লজ্জা কি দিদি! পিতার নিকট সন্তানের কোন কথা গোপন করা কি উচিত? যা বলিতে থাকে বল, উনি তোমায় প্রগল্‌ভা ভাবিয়া বিরক্ত হইবেন না। যা বলিবে, বুঝিতেছি, পিতাও বুঝিয়াছেন, তবে প্রকাশ্যে বলিতে বাধা কি? এ সকল বিষয়ে লজ্জা করা ভাল নহে।"

ভ্রাতৃজায়ার অনুযোগে প্রতিভা বলিতে গেল, বলিবার জন্য মুখ তুলিল, কিন্তু তবু যেন কেমন একটা লজ্জায় কণ্ঠ রোধ করিয়া ফেলিল, প্রতিভা বহু চেষ্টা করিয়াও মুখ ফুটিতে পারিল না, লজ্জা রাগ রঞ্জিত ঈষৎ হাসি ওষ্ঠচ্ছুরিত হইয়া আপনি মিলাইয়া গেল, প্রতিভা আবার মস্তক নত করিল।

বধূ প্রতিভার ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিলেন, সহস্র চেষ্টা-তেও গুরুদেবের সম্মুখে বালিকা হৃদয়ের কথা বলিতে পারিবে না, তখন প্রতিভাকে লইয়া অন্তরালে গিয়া বধূ জিজ্ঞাসিলেন "গুরুদেবের সমক্ষে কোন কথা না বলিতে পারিস, আমার কাছেই বল, আমিই গুরুদেবকে বলিব। তুই কি বিবাহ করিবি না?"

"না"

"কেন?"—

"যে মনে একের পত্নী হইয়া অন্যের সহিত বিবাহিত

হয়, সে কি দ্বিচারিণী নয়? তোমরা কি আমায় দ্বিচারিণী হইতে বল?"

বধূ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি আজিও সে চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পার নাই?"

"চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি, আশা ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু বউ! স্মৃতি টুকু ত যায় নাই! আমার স্মৃতি লোপ করিয়া দেও, তাহার পর আমায় যা বলিতে হয় বলিও। যদি সংসারীই হইতে হয়,—আমার স্বামী ভিন্ন আমি অন্যে কেমনে স্বামী বলিব? ভিন্ন ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষায় নারীর প্রধান ধর্ম্ম কি রূপে দলিত করিব? যে দ্বিচারিণী তার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যাপুণ্য কি?"

সুমতি স্তম্ভিত হইলেন, চিন্তিতও হইলেন, পরে কহিলেন,—

"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা বুঝিয়াছি, ইহার উত্তর গুরুদেব স্বয়ং তোমায় দিবেন, আমি তাঁহাকে সকল কথা কহিতেছি, আইস।"

উভয়ে আবার গুরুদেবের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন, বধূ গিয়া গুরুদেবকে প্রতিভার অন্তরের কথা ব্যক্ত করিল, গুরুদেব হাসিয়া কহিলেন,—

মা! তোমার ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষিত হয়, আমি করিব, চিন্তা করিওনা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমায় কখন অধর্ম্মে পাতিত করিবে না। শৈশবে অল্প বুদ্ধিতা বশতঃ কাহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাহার সহিত পরিণীতা না হইলে অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, এ কথা, তোমায় কে শিখাইল? আমার কথা অবহেলা

করিও না,—বিবাহিত হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিও না, পরিণামে তোমার মঙ্গল হইবে।"

প্রতিভা ভূতলে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, আর কথা কহিল না, প্রত্যুত্তর দানের চেষ্টা মাত্র করিল না।

যথাকালে গুরুদেব বিদায় লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। সুমতী দেবীর কথা মতে হেমন্ত কুমার প্রতিভার জন্য আবার স্থানান্তরে পাত্রানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যথা সময়ে বীরজাও রাধা গোবিন্দ বাবুর পত্র পাইলেন। রাধা গোবিন্দ বাবু লিখিয়াছেন,—"মা! তোমার পত্র পাইলাম, তুমি যে পাত্রী সম্বন্ধে লিখিয়াছ, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমি তোমার প্রস্তাবের পূর্ব্বেই এখানকার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিয়াছি। তিনিও আনন্দের সহিত আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছেন। এক স্থানে কথা দিয়া আর ভিন্ন মত করিতে পারি না, সেটা বড়ই ভদ্রতা বিরুদ্ধ কার্য্য। অতএব তোমার প্রস্তাব মত কার্য্য করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইবে না।

কন্যাটী আমি স্বয়ং দেখিয়াছি বেশ মুখশ্রী ও সুন্দরী, গুণবতীও বটে, তবে ধনবানের কন্যা—গৃহকার্য্যে বিশেষ দক্ষা হইবে না, তা না হউক, তাহাতে বিশেষ আসিয়া যাইবে না, বধূ গৃহকার্য্য না জানিলে সংসারের ক্ষতি নাই, বধূ দ্বারা কি গৃহকার্য্য হইতে পারে ? অথবা তাহার গৃহকার্য্য করিবারই বা প্রয়োজন কি ? কন্যাটী সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী হইলেই হইল, তাহাতে কোন অসদ্ভাব নাই, সুতরাং তাহাতেই আমি সম্পূর্ণ মত দিয়াছি। ভাবিয়া ছিলাম, আগামী ফালগুণ মাসেই এ শুভকার্য্য সম্পাদন করিব, কিন্তু প্রবোধের তৃতীয় পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, সুতরাং আগামী বৈশাখ মাসেই দিন ধার্য্য করিতে হইল। ৭ই বৈশাখে দিন ধার্য্য হইয়াছে।”

পত্র পাঠ করিয়া সরলা বীরজা নয়ন জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, এ সংবাদ শুনিলে হতভাগিনী প্রতিভা না জানি কতই ব্যাকুল হইবে, এ চিন্তায় বীরজা অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইলেন, কেমন করিয়াই বা বধূ সুমতীকে এ সংবাদ দিবেন, কেমন করিয়া তাহাদের ইহ সঞ্চিত আশায় কুঠারক্ষেপ করিতে বলিবেন, ভাবিয়া বীরজার কণ্ঠ, তালু শুষ্ক হইয়া উঠিল!

আর প্রবোধ! প্রবোধই বা কি এ সংবাদে সুখী হইবে? প্রতিভার মত প্রবোধ তত অধীর না হউক, প্রতিভাকে যে সে অন্তরের সহিত ভালবাসে, তাহা তাহার প্রতি কথায়, প্রতি ব্যবহারে, প্রতি লিপিতে জাজ্বল্য পরিস্ফুট। তবু তাহার প্রকাশ্য মত লওয়া প্রয়োজন বুঝিয়া, তাহার মত লইয়াছেন, তাহার যে সে বিবাহে সম্পূর্ণ মত আছে, তাহা বুঝিয়াছেন, এবং সেই বিবাহেই প্রবোধ যে প্রকৃত সুখী হইতে পারে তাহাও

নিশ্চয়, কিন্তু যখন সে শুনিবে, তাহার আশা পূরিবে না, পিতা অন্যত্রে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, না জানি তখন সে কতই সন্তপ্ত হইবে! এখন উপায় কি! পিতা যখন অন্যত্রে মত দিয়াছেন, তখন ত প্রাণ থাকিতে অন্যথাচরণ করিতে পারিবেন না, কেমন করিয়াই বা বীরজা পিতাকে অন্যথাচরণ করিতে বলিবেন ?

বীরজা ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কূল কিনারা পাইল না! এতকাল বালিকাকে প্রবোধ দিয়া—আশায় মুগ্ধ করিয়া স্থির রাখিয়াছেন, আজি কোন্ প্রাণে তাহার সকল আশায় জলাঞ্জলি দিতে বলিবেন! এ সংসারে প্রকৃত প্রণয় বড়ই দুর্ল্লভ, যদি সৌভাগ্যক্রমে উভয়ে উভয়ের সরলতায় আকৃষ্ট হইয়াছে, সে আকর্ষণ ছিন্ন হইলে আর কি ইহ জন্মে তাহারা সুখী হইতে পারিবে, জগদীশ! কোন্ পাপে এ সরলমতি বালক বালিকা এ তাপ সহিবে! ভগবন! মুখ তুলিয়া চাও, বালক বালিকাকে আর অনন্ত শোক তুফানে ডুবাইও না!

কাতরে, সাশ্রুনয়নে, বীরজা পূতঃহৃদয়ে, করপুটে ভগবানের কাছে, কতই মানিল, কতই কাঁদিল! কায়মনে ভগবানকে ডাকিয়া ডাকিয়া চিত্তটা একটু স্থির হইলে, বীরজা সুমতী দেবীকে এক খানি পত্র লিখিতে বসিল, লিখিল, "দিদি! সব আশায় ছাই পড়িয়াছে, পিতা অমত করিয়াছেন, অন্যত্রে পাত্রী স্থির হইয়াছে, আমার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই! বড় ভরসা ছিল, আমার প্রস্তাবে পিতা কখনই অমত করিতে পারিবেন না, এজন্য মনের আশা মনেই লুকাইয়া স্থির চিত্তে এতদিন অবসর খুজিতে ছিলাম, এমন হইবে জানিলে, হায়, দুই বৎসর

পূর্ব্বে এ প্রস্তাব করিয়া রাখিতাম! দিদি! তোমাকে আমি এতদিন সকল কথা খুলিয়া বলি নাই, ভাবিয়া ছিলাম, আগে আশা পূর্ণ হউক, তার পর তোমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিব, কিন্তু বিধাতা সকল সাধে বাধ সাধিয়াছেন! যে দিন মাতুলালয়ে প্রবোধ প্রতিভার অপূর্ব্ব বাল্যস্নেহের অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে একটী ক্ষুদ্র আশা হৃদয়ের হৃদয়ে বড় সন্তর্পণে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, উভয়ে বড় হউক, এ সাধ পূরাইব, প্রবোধের সহিত প্রতিভার বিবাহ দিব, বিধাতা আজি সকল আশা নির্ম্মূল করিয়াছেন! দুঃখিনীর আশা পূরে না—সাধ মিটে না, পূর্ব্বে বুঝি নাই, তাই এমন দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম!

আমি ভাবিতেছিলাম, আমি স্বয়ং তোমায় এ বিবাহের প্রস্তাব করিব, আজ কাল্ করিতে করিতে তোমার পত্র আসিল, সুতরাং আর আমার পূর্ব্বে প্রস্তাব করিতে হইল না, আমার অন্তরের কথাটীও অপ্রকাশ্য ভাবেই রহিয়া গেল, ভাবিয়াছিলাম, এ প্রস্তাব আমারও যে একান্ত প্রীতিকর ও প্রার্থনীয়, বিবাহের পর তোমাকে প্রকাশ করিব। আর বিবাহের পর প্রকাশ করিতে হইল না!

প্রতিভার চিত্তের অবস্থা যে ঘোর বিকৃতিময় হইয়া উঠিয়াছে, বালিকা অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলাম, এজন্য তাহার চিত্ত শান্তির সহায়-সূচক দুই এক কথা ইঙ্গিতে কহিয়া ছিলাম, কিন্তু তোমায় কখন কিছু বলি নাই! সে সময়ে প্রবোধেরও পত্র পাইতাম, প্রবোধের কথার ভাবে, লেখার ছটায়, মাতুলালয়ে যাইবার

ঔৎসুক্য প্রভৃতিতে বুঝিয়াছিলাম, সেও প্রকৃতিস্থ নহে, উভয়েই ক্লিষ্ট, আশার চঞ্চল দোলায় দোলায়মান—উভয়েই নব রাজ্যের যাত্রী—নব পথের পথিক, ভাবিয়া চিন্তিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইতাম, কিন্তু পাছে এখন সহসা এ প্রস্তাব করিলে ঘন ঘোর উল্লাসে প্রবোধ উন্মত্ত হইয়া পাঠে ক্ষতি করে, আপাত সুখে মুগ্ধ হইয়া পরিণামের সুখ শান্তির পথ রুদ্ধ করে,—এ জন্য আমি ঘুণাক্ষরে অন্তরের কথা প্রকাশ হইতে দিই নাই। পিতাকে একথা জানাইতে সাহস করি নাই, কিন্তু এখন দেখিতেছি জানাইলেই ভাল হইত, তাহা হইলে আর পাশ্চাত্তাপ করিতে হইত না! দিদি! কি হইবে! প্রতিভা একে পীড়িতা তাহার উপর এ মর্ম্মাঘাতী কথা শুনিলে সে কেমন করিয়া জীবন ধরিবে? প্রবোধ বালক হইলেও পুরুষ, সংযমশীল সহিষ্ণু, মুগ্ধ হইলেও আত্মগুণে আত্মজয় করিতে পারিবে, বিশেষ, এখন তাহার বেশ জ্ঞান বুদ্ধি হইয়াছে, অনায়াসে সকল ক্লেশ সহিতে পারিবে, কিন্তু অভাগা সরলা বালিকা কেমন করিয়া আত্ম-স্থৈর্য্য লাভ করিবে! ভগবানের মনে কি আছে জানিনা, কেন তিনি এ ঘোর সঙ্কটে ফেলিলেন!"

পত্র পাইয়া বধূ উত্তর দিলেন, "ভগিনি! দুঃখ করিওনা, ভগবানের মনে যাহা আছে তাহাই হউক, আমরা অনর্থক কাঁদিয়া কাটিয়া কি করিব! তিনি যাহা করেন, মনুষ্যের মঙ্গলার্থেই করেন, তাঁহার উপর নির্ভর করিলে আমাদের শুভ হইবে। তবে প্রথমে একটু চেষ্টা যত্ন করিতে হয়, করিয়াছিলাম, এখন যাঁহার কাজ তিনি করিবেন, আমাদের নিশ্চিন্ত হওয়াই প্রয়োজন।

ভগিনি! তোমার ভ্রম হইয়াছে, তুমি কি রমণীর অপেক্ষা পুরুষকে অধিক ধৈর্য্যশীল মনে কর? না ভাই, স্ত্রীলোক যত সহিতে পারে, পুরুষ তাহার সহস্রাংশের একাংশও পারে না। এ সংবাদ উভয়েরই কষ্টের কারণ বটে, তবে কালে উভয়েই আত্ম-স্থৈর্য্য লাভ করিবে, ভগবান বল দিবেন, তিনি দুর্ব্বলকে কখন পীড়ন করেন না।

এ সংবাদে তুমি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছ বুঝিতেছি, কি করিবে ভাই, আমাদের যখন হাত নাই, তখন আর আমরা বৃথা দুঃখ করিয়া কি করিব, ভগবানের মুখের দিক চাহিয়া আত্ম-শান্তিলাভে যত্ন করিও।

প্রতিভা আরোগ্য লাভ করিয়াছে, আর এখন তাহার কোন অসুখ নাই।”

ক্রমে প্রবোধও এ সংবাদ পাইলেন, তাঁহার অশান্তির ইয়ত্তা রহিল না, ক্লেশে, যাতনায় তিনি মুহ্যমান হইলেন। বসন্ত সখা আবার বুঝাইলেন, আবার নানা ভাবে, নানা প্রকারে উপদেশ দিলেন, কিন্তু হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইল না।

দেখিতে দেখিতে পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইল, প্রবোধ কোনরূপে পরীক্ষা দিলেন, কোনরূপে উত্তীর্ণ হইলেন মাত্র। প্রবোধ উত্তীর্ণ হওয়াই এবার যথেষ্ট মনে করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শোক, দুঃখ, যাতনা লইয়া ধীরে দুই মাস অতীত হইল। প্রবোধের বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। বিবাহের দুই দিন মাত্র বিলম্ব আছে, সহসা রাধাগোবিন্দ বাবুকে লোকে কিছু বিচঞ্চল দেখিতে পাইল, যেন তিনি কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন এমনি বোধ হইতে লাগিল। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব অনেকেই তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া কারণ জানিতে বিশেষ উৎসুক হইলেন, কিন্তু অনেকে সে কারণ অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারিলেন না, কেহ কেহ বা বুঝিতেও পারিলেন, সহসা একটা ব্যস্ততা, চঞ্চলতা সকলের ভিতরেই দেখা গেল, কোন বিশ্বস্ত লোক কোন বিশ্বস্ত কথা লইয়া দ্রুতপদে স্থানান্তরে যাত্রা করিল, সে দিন গেল, সে রাত গেল, পরদিন আবার সকলে স্থির ধীর ভাবে বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন, আবার রাধাগোবিন্দ বাবুর বিষাদপূর্ণ মুখমণ্ডল হাসিয়া উঠিল। বাড়ীতে অনেকে রাধাগোবিন্দ বাবুকে যেন কিছু ব্যস্ত, ত্রস্ত, চিন্তিত, বিষণ্ণ দেখিয়াছিল, কিন্তু কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াও তাহারা প্রকৃত উত্তর পায় নাই।

রাধা গোবিন্দ বাবু পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে যে পুত্রের মতামত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তাহা ভাবেনও নাই, কোন কথা প্রবোধকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই। কিন্তু প্রবোধ মাতাকে বার বার বলিয়াছিল, আমার এখন বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, এত তাড়াতাড়ি বিবাহ দিবার প্রয়োজন নাই, বিবাহ স্থগিত করিতে বল। মাতা বলিলেন, "বাছা! তিনি সমস্ত ঠিক ঠাক করিয়াছেন, দিন স্থির হইয়াছে, ভদ্রলোকদের কথা দিয়াছেন, এখন স্থগিত রাখিতে কেমন করিয়া বলিব! তিনিই বা কি বলিবেন! বিশেষ তিনি যা' করিতেছেন, তাহাতে আমি কথা কহিবার কে!"

মাতার কথায় আর তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, পিতার কাছেই বা কেমন করিয়া তাঁহার মত-বিরুদ্ধ কথা কহেন, প্রবোধ উভয় সংকটে পড়িলেন! একবার ভাবিলেন, এই সময়ে কোন দূর দেশে পলাইয়া যাই, আবার তৎক্ষণাৎ ভাবিলেন, তাহা হইলে পিতা ভদ্রসমাজে নিন্দিত ও অপ্রতিভ হইবেন, কুলাঙ্গার পুত্রের পিতা বলিয়া লোকে ধিক্‌কার দিবে, পিতাও নিজে মনে ব্যাথা পাইবেন ; এত গুলি এক দিকে, আর আমার কষ্ট এক দিকে—কোন্ টা অধিক গুরু? পিতাকে জন সমাজে নিন্দিত হইতে হইবে—আমার জন্য? পিতার প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইবে আমার জন্য? পিতার মনোকষ্টের কারণ আমি হইব? প্রবোধ তাহা সহ্য করিতে পারেন না! তিনি সহস্র কষ্ট পান, হৃদয়ের প্রতি স্তর পুড়িয়া, ভস্ম হইয়া যাক্, কিন্তু পিতাকে মনোকষ্ট দিতে পারিবেন না! ছার জীবন—ছার ধন, মান, ঐশ্বর্য্য—ছার প্রতিভা—পিতার নিকট তৃণাদপি

তৃণ ! অসার মোহে মুগ্ধ হইয়া পিতার হৃদয়ে আঘাত দিবেন ! না,—তাঁহার চরিত্রে তাহা লিখে নাই, তিনি তাহা পারিবেন না। সুখী হইবার জন্য লোকে সৎপুত্রের কামনা করে—সুখী করা দূরে থাক, আমার জন্য পিতা মনোকষ্ট পাইবেন, যে পুত্রের কল্যাণ কামনায় পুত্রকে পিতার সুশিক্ষিত করিতে এত যত্ন—এত চেষ্টা, পরিণামে সেই পুত্র পিতার মনোকষ্টের কারণ হইবে ! এই রূপে সুশিক্ষার গৌরব বিস্তার করিবে ! না, তাহা প্রাণ থাকিতে হইবে না, আমি সহস্র ক্লেশ পাই, পিতার ক্লেশের কারণ হইব না !

প্রবোধ বিস্তর ভাবিলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের কষ্ট অপেক্ষা পিতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ যেন বড়ই গুরুতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং যে কোন কষ্ট সহিয়াও তিনি এই বিবাহেই স্বীকৃত হইবেন, দ্বিরুক্তি করিবেন না, এইরূপ শেষ মীমাংসায় উপনীত হইলেন।

অদ্য বিবাহের দিন। এত দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, কালি রাত্রি হইতে মেঘ দেখা দিয়াছে, কালি সমস্ত রাত্রি আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন ছিল, আজি প্রভাত হইতে বিন্দু বিন্দু বারি পাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে,—বাতাসও একটু জোরে বহিতেছে, যত বেলা হইতে লাগিল, ততই বাতাসের জোর বাড়িতে লাগিল, ক্রমে বেশ ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। এ দৈব দুর্ব্বিপাকে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ; কত ধুম ধাম হইবে, কত বাদ্য ভাণ্ড বসিবে, সকলেরই আয়োজন হইয়াছে, কোনটাই সুশৃঙ্খলার সজ্জিত হইল না। যে সকল আত্মীয় স্বজনেরা দূর দূরান্তর হইতে আসিবেন বলিয়া কথা

ছিল, তাহাদের কাহারও আর আসা হইল না। বীরজাকে আনিতে লোক গিয়াছিল, লোক শুষ্ক মুখে ফিরিয়া আসিয়াছে, বাটীতে সকলের ব্যারাম, মুখে জল টুকু দেয় এমন লোক নাই, তিনি তাঁহাদের ফেলিয়া কেমন করিয়া আইসেন। অথবা সকল বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়াও তিনি আসিতে পারিতেন, কিন্তু প্রাণে সুখ নাই, মনে তৃপ্তি নাই, সে জন্যই হয়ত তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বকই আসিলেন না, যে কারণেই হউক তাঁহার আসা হইল না।

ক্রমে বৃষ্টি বড় বড় ফোঁটায় পড়িতে আরম্ভ হইল, গৃহ প্রাঙ্গণ ভাসিয়া গেল, লোক জন দাস দাসী ভিজিয়া সারা হইল, যেমন বৃষ্টির ঝাপট—তেমনি ঝড়ের দাপট—নিবৃত্তি নাই, বিরাম নাই! বিবাহের সব আনন্দ ঘোর নিরানন্দে পরিণত হইল। রাধাগোবিন্দ বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, গৃহিণী কপালে করাঘাত করিলেন, প্রথম পুত্রের বিবাহ, কত সাধ আহ্লাদ করিবেন, কোন সাধই পূরিল না, কোন আনন্দই পাইলেন না। প্রবোধ নীরব নিস্তব্ধ ভাবে প্রকৃতির লীলা দেখিতেছিলেন, মনে হইতেছিল প্রকৃতি সতী বুঝি তাঁহার অন্তরের দারুণ জ্বালা বুঝিয়া নয়নাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতে-ছেন না! তাঁহার শোকে কাতর হইয়া উদ্বেলিতা হইয়াছেন!

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, প্রথম যামে লগ্ন, সেই ঝঞ্ঝা বৃষ্টি ভেদ করিয়া সামান্য সরঞ্জামে বর, বরযাত্রীর যাত্রা করিতে হইল। যেরূপ ধূম ধামে, মহা সমারোহে বিবাহ যাত্রার উদ্যোগ হইয়াছিল, এত ঝড় বৃষ্টিতে তাহার কিছুই হইল না। কোন রূপে বর, বরযাত্রী কন্যার বাটী পঁহুছিলেন, কাহারও মনে

সুখ নাই, সন্তোষ নাই, বরের ত কথাই নাই। কন্যার বাটী তেমনি বৃষ্টিতে ভাসিয়া যাইতেছিল, লোক জনের বিশেষ জনতা নাই, কোন রূপে কেবল হিন্দুর প্রথা ও নিয়ম গুলি বজায় রাখিয়া তাড়াতাড়িতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল, কতক আঙ্গিক অনুষ্ঠানেরও ত্রুটি পড়িয়া গেল,—শুভ দৃষ্টি? তাহাই বা হইল কই! না হইয়াছে, ভালই হইয়াছে,! যাহার বিবাহেই সুখ নাই, সন্তোষ নাই, আর শুভ দৃষ্টি করিয়াই বা তাহার কি হইবে! যেমন করিয়া হউক বিবাহটা হইয়া গেল, সেই রাত্রিতেই কুশণ্ডিকাও সম্পন্ন হইল।

সুখের দিনই হউক আর দুঃখের দিনই হউক, দিন সমান গতিতেই চলিতেছে,—তেমন ঝঞ্ঝাবাত্যাময়ী বিভীষণা যামিনীও কাটিয়া গেল। বর, বরযাত্রী কন্যা লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

* * * * *

আজি ফুল শয্যার রাত্রি। প্রবোধ কক্ষান্তরে বসিয়া ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, কাছে কেহ নাই, কক্ষের দ্বার রুদ্ধ! প্রবোধ কত কথা ভাবিতেছিলেন, মনে কত পুরাণ কাহিনী, পুরাণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছিল, আর অমনি দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস অথবা দুই এক বিন্দু অশ্রু ধীরে নীরবে নাসা চক্ষু অতিক্রম করিতে ছিল! মনে হইতে ছিল, "আর কেন!—আর কেন পর নারীর চিন্তা করি! যা হইবার তাহাত হইয়াছে—আর কেন পাপের ভার বৃদ্ধি করি! পাপ! প্রতিভার চিন্তা পাপ! এত কাল মনে হয় নাই, আজি আমি বিবাহিত, আজি আর তাহার চিন্তা করিবার আমার কি অধিকার আছে! এত দিনে সেও হয়ত

বিবাহিত হইয়াছে, সে পরস্ত্রী, পরস্ত্রীর চিন্তা মহা পাপ—তবে কেন সে চিন্তা করি! সকলি বুঝি, কিন্তু হৃদয় যে মানা মানে না! সহস্র প্রবোধেও প্রবোধিত হয় না!”

প্রবোধ আজিও প্রতিভা দত্ত পুষ্পমালা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, মালা কণ্ঠচ্যুত করিলেন, অমনি দর দর ধারে বাষ্প বারি কপোল ওষ্ঠ সিক্ত করিল! মনে মনে বলিলেন, “আর এ মালা কণ্ঠে রাখিবার ত আমার অধিকার নাই! মালা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিই!” মালা ছিন্ন করিতে গেলেন, কিন্তু অঙ্গুলি যেন অবশ হইয়া আসিল, হাত কাঁপিয়া গেল, মালা ছিন্ন করা হইল না, আবার মালা কণ্ঠেই স্থাপন করিলেন! মনে হইতেছিল, “যাতনা অসহ্য, হৃদয় চাঞ্চল্যও আসহ্য, এ অসহ্য যাতনা লইয়া কেমন করিয়া জীবন ধরিব? বিবাহে আমার কি প্রয়োজন ছিল? হইয়াছে হউক,—তাহাতে আমার কোন সম্বন্ধ নাই! কিন্তু যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহাব অপরাধ কি? কেমন করিয়া তাহাকে অতল জলে ভাসাইব? হায়! হায়! আমার এ যাতনার—কি ঔষধ নাই! ভগবন! কি অপরাধ করিয়াছি, যে তাহার এত গুরুতর দণ্ড হইল?”

রাত্রি হইল! যথাসময়ে প্রবোধ শয়নে গেলেন। কিন্তু তখনও মনে শান্তি নাই, সুখ নাই, প্রাণে বৃশ্চিক জ্বালা অনুভূত হইতে ছিল! সহসা তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, হস্ত পদ শিথিল হইয়া আসিল, চীৎকার শব্দে শয্যা উল্লম্ফনে পরিত্যাগ করিয়া কাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন!

প্রবোধ কাহাকে ধরিলে? এ জীবিত কি মৃত? কই কোন সংজ্ঞাই ত নাই! প্রাণ আছে কি? আছে বুঝি, নহিলে নিশ্বাস

পড়িবে কেন? কে এ বালিকা নিশ্চল দেহে প্রবোধের অঙ্কে ঢলিয়া পড়িল?

এই না সেই নব বিবাহিতা বধূ? এই সেই বালিকাই বটে! এই না কিছু পূর্ব্বে—বিবাহের জন্য প্রবোধের চিত্ত নানা চিন্তায় উদ্বেলিত হইতে ছিল! সহসা এ পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল! যে জন্য প্রবোধের যাতনার ইয়ত্তা ছিল না, তাহাতেই বা এত প্রীতি আসিল কিরূপে? নব বিবাহিতা ভার্য্যার প্রতি এত অনুরাগ!—প্রবোধ কি উন্মাদ হইয়াছেন! উন্মাদই বটে! প্রবোধ উন্মত্ত ভাবে বালিকাকে হৃদয়ে লইয়া শয্যায় আনিয়া ধীরে শোয়াইলেন, দ্রুত গতি স্থানান্তর হইতে বারি আনিয়া বালিকার মুখে চক্ষে সিঞ্চন করিলেন! কত বার তারস্বরে কাতর কণ্ঠে, সাশ্রু লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, এক বার বক্ষে করেন, এক বার শয্যায় শায়িত করেন, সে ভাব — সে ব্যস্ততা দেখিলে, কেনা বলিবে—প্রবোধ আজি ঘোর উন্মত্ত!

প্রবোধ ডাকিতে লাগিলেন, "প্রতিভা! প্রতিভা! প্রাণময়ি! কোন্ দেবতার বরে আবার তোমায় পাইলাম! ধন্য বিধি! ধন্য তোমার কৃপা! কোন্ সুকৃতি দেখিয়া এমন অভাবনীয়—দেবদুর্ল্লভ রত্ন হাতে তুলিয়া দিলে! আনন্দে—অশ্রু স্রোতে মুখমণ্ডল প্লাবিত হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল!

বহুক্ষণ পরে প্রতিভা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিল, যাহা দেখিয়াছিল, তাহা আবার দেখিল, আজি পাঁচ বৎসর ক্রমাগত যে দেবতাকে হৃদয়ের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিয়াছে,—যে দেবোপম মূর্ত্তি শয়নে, জাগরণে, অহর্নিশ চিন্তা করিয়াছে—তাঁহাকে আবার দেখিতে পাইল!—তিনিই তাঁহার

স্বামী! বিশ্বাস হইল না, প্রতিভা আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, বুঝি চক্ষের ভ্রম, ধীরে দুর্ব্বল হস্তে অঞ্চল লইয়া ধীরে চক্ষু মার্জ্জনা করিল, আবার চাহিল—সেই মূর্ত্তি! বালিকা নয়নজল সম্বরণ করিতে পারিল না! প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাসে, আনন্দে প্রতিভা উঠিয়া বসিল,—প্রবোধ দেখিলেন, তাঁহারই মত—তেমনি শুষ্ক মালা প্রতিভার কণ্ঠে দুলিতেছে!!

প্রবোধ বলিলেন, "কে জানিত এ অভাবনীয় ঘটনা ঘটিবে! বুঝিলাম বিধাতা আমাদের প্রতি বড়ই সুপ্রসন্ন—নইলে ধূলা খেলা কাহার সফল হয়! বালবুদ্ধি বশতঃ যে স্রক্ বিনিময়ে আমাদের বাল্য স্নেহের অপূর্ব্ব তৃপ্তি ঘটিয়াছিল, কে জানিত সেই মাল্যই এ সাংসারিক জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইবে! গবন্! তোমার মহিমা কে বুঝিবে!"

প্রতিভা চক্ষু মুছিয়া ধীরে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল,—"আমি বুঝিতে পারিতেছি না, একি স্বপ্ন! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

"না প্রতিভা! এ স্বপ্ন নহে,—স্বপ্নেও এত অভাবনীয় অনাশ্বাসিত ঘটনা ঘটাইতে পারে না,—ভগবান পরীক্ষার অনলে দগ্ধ করিয়া পুরস্কার করিয়াছেন, যিনি অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, বিপন্নের বান্ধব, দয়ার সাগর, করুণার আলয়,—তিনি কি মনুষ্যকে অনন্ত দুঃখে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন!

প্রতিভা কহিল,—

কেমন করিয়া এমন হইল, আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বিশ্বাস করিতে সাহস হইতেছে না।—বাল্যের নিষ্ক

স্বপ্ন কথা সত্য বলিয়া মনে হইতেছে—স্বপ্ন কি কাহারও সত্য হয় ?"

"যিনি এ অনন্ত জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র কারণ ও গতি, যাঁহার এক মাত্র শক্তি সহায়ে রবি, শশী, গ্রহ, তারা নিয়মিত—যাঁহার নিয়মে সহস্র অভাবের অনন্ত প্রতীকার আছে—তাঁহার রাজ্যে কিছুই অভাবনীয় নাই।"

প্রতিভা সাশ্রু নয়নে ভগবানের উদ্দেশে প্রণত হইল!

প্রবোধ কহিলেন,—

"প্রাণাধিকে! ভগবান এ অপূর্ব্ব সম্মিলনের অপূর্ব্ব সহায়—আমাদের সাংসারিক জীবন যেন তাঁহারই চরণে নিবদ্ধ থাকে। মোহময় সংসারস্রোতে পড়িয়া আমরা যেন তাঁহার কর্ত্তৃত্ব—তাঁহার মঙ্গলময় নাম বিস্মৃত না হই!"

প্রতিভা আবার কর যোড়ে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

সম্পূর্ণ।